শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

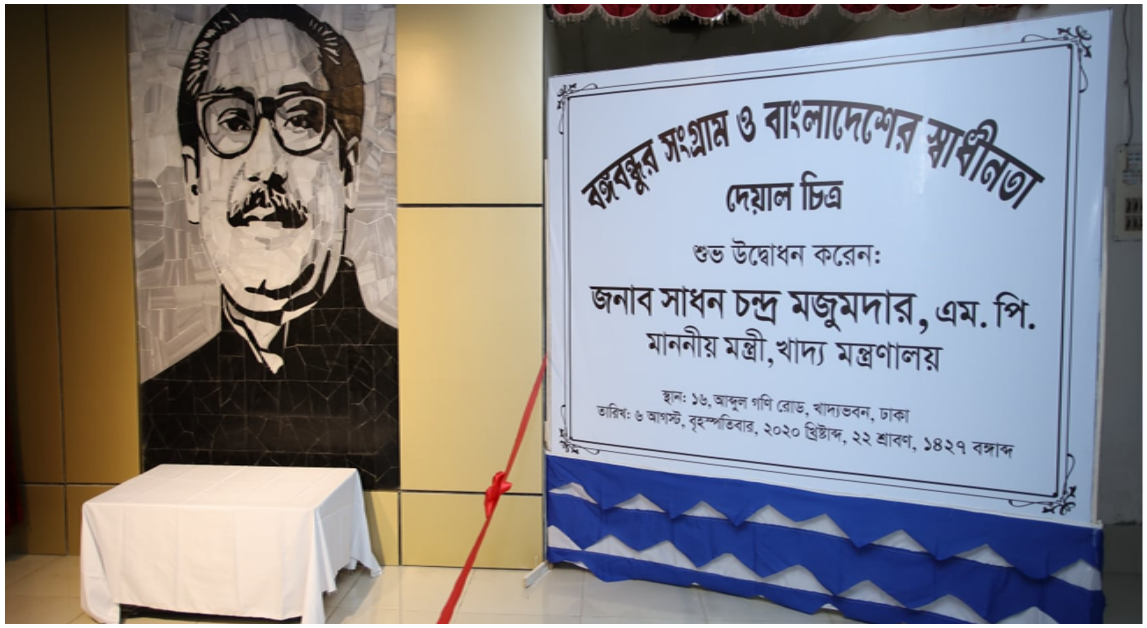

১৯৫২
১৯৪৮
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
৬ দফা
১৯৬৬
৭ই মার্চ
এবারের সংগ্রাম... স্বাধীনতার সংগ্রাম..
কৃষি

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা
দেয়াল চিত্র
শুভ উদ্বোধন করেন:
জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম. পি.
মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
স্থান: ১৬, আব্দুল গণি রোড, খাদ্যভবন, ঢাকা
তারিখ: ৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, ২২ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

প্রকাশক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.mofood.gov.bd

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমন্বিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশেসহ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় লকডাউন চলাকলীন সময়েও খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ খোলা রেখে "শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ" শ্লোগানে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে পল্লী এলাকার বসবাকারী ৫ লাখ পরিবারের মধ্যে কর্মাভাবকালীন ৫ (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাস ব্যাপী ১০/- টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ কর্মসূচিতে মোট ৭.৪২ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। সেইসাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য ১৮ টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০ টাকা কেজি দরে চাল খোলা বাজারে বিক্রি ওএমএস কর্মসূচিতে সর্বমোট ৪,২৯,০১৪ মে. টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে; যা বিগত বছরের তুলনায় ২৬.৫৫% বেশী। ফলে বছরব্যাপি দেশের মানুষকে কোন খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি।

২০২০-২১ অর্থবছরে বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে বর্ধিত পরিমানে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতিকেজি ধান, আতপ ও সিদ্ধ চালের দাম যথাক্রমে ২৭/-, ৩৯/- ও ৪০/- নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত হারে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্ত হয়েছেন। দেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূণ হলেও আম্ফন ও বন্যায় উৎপাদন কিছুটা ক্ষতগ্রস্থ হওয়ায় খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রেণের লক্ষ্যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বৈদেশিক সুত্র হতে ১২.০০ লক্ষ মে.টন চাল এবং ২.৫০ লক্ষ মে. টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; যার মধ্য ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৭,৭৫,৯৯৪ মে. টন চাল ও ২,৫০,০০০ মে. টন গম দেশে এসে পৌঁছায়। সারাবছর ব্যাপী বাজার দর মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

"আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থ।নে আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মধুপুরে সাইটে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্মাণের গড় অগ্রগতি ৭৩.৮% অর্জিত হয়েছে এবং দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী '**মুজিব বর্ষ**' উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করার লক্ষ্যে ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে আধুনিকায়ন ও সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে অধিক পরিমাণে ধান ক্রয়ের মাধ্যম কৃষকের উৎপাদিত ধানের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৪০০.২১৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **"দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)"** শীর্ষক প্রকল্প ০৮/০৬/২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পদক্ষেপে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন ও আইনের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা। ২০২০-২১ অর্থবছরে নবগঠিত সংস্থাটিতে ১০২জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নিয়োগ চুড়ান্ত করে তাদের ৬৪টি জেলা ও ৮টি মেট্রোপলিটন শহরে পদায়নের মাধ্যমে নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে কার্যক্রম জোদর করা হয়েছে। এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ৪র্থ বারের মত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১' উদযাপন করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের সকল সংকটকালে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

মন্ত্রণালয় এর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সংক্ষিপ্ত আকারে অপরাপর সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

রুলস্ অব বিজনেস অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হলো কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করে একদিকে কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অন্যদিকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা। তারই অংশ হিসেবে বোরো সংগ্রহ-২০২১-এ ধান চালের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি এবং বর্ধিত হারে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য প্রাপ্ত হন। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের এ্যাপস' এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং মিলারদের নিকট থেকে ৩৪টি উপজেলায় অনলাইন ভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। আম্ফান ও বন্যায় ধানের উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে যথাসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক সূত্র হতে খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, ফলে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশেসহ বিশ্বের সর্বত্র নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে লকডাউন চলাকালীন সময়েও খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ খোলা রেখে দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে কর্মাভাবকালীন ৫মাস মোট ৭.৪২ লক্ষ মে. টন চাল এবং ওএমএস কর্মসূচিতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৫৫% বেশী সর্বমোট ৪.২৯ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য খোলা বাজারে বিক্রয় করা হয়েছে, ফলে করোনা মহামারীর মধ্যেও সারাবছর ব্যাপি মানুষকে কোন খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ০৬ ধরণের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রণ, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচিতে ১১০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে এবং তা দেশব্যাপি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোট ৭৬.২৯৭২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে" একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে সরকারি খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লাখ মে.টন, বর্তমানে তা ২২.০০ লাখ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালে ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমানসহ আরো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম দেশব্যাপি সম্প্রসারণসহ কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে ৮৮.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং JICA সহ ১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে "জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০", দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) এর মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২০ ও জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০১৫ হালনাগাদকরণের জন্য চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নসহ নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে আগ্রহী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ গবেষক, শিক্ষার্থী ও একাডেমিয়াসহ সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিবরণ	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৮
ভূমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলি	১০
মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব	১১
প্রশাসন অনুবিভাগ	১২
শুদ্ধাচার	১৭
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৮
সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ	১৮
বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ	২৬
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও অডিট আপত্তি	২৬
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট	২৯
জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি	৩৪
খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা	৩৪
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি	৩৪
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম	৪১
SDG সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪১
SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৪২
তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন	৪৩
২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪৪
সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৪৪
Modern Food Storage Facilities Project	৪৬
সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ	৪৭
খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন	৪৯
দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ	৫০
নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	৫০
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ	৫১
খাদ্য অধিদপ্তর	৫২
খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	৫২
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	৫৩
প্রশাসন বিভাগ	৫৪
শুদ্ধাচার বিষয়ক	৫৬
তদন্ত ও মামলা	৫৬
সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	৬০
আর্থিক খাত	৬০
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৬১
খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)	৬১
অ-আর্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized)	৬২
PFDS খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি বিতরণ (বার গ্রাফ)	৬৩
পুষ্টিচাল বিতরণ	৬৩
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের কার্যক্রম	৬৪
খাদ্যশস্য পরিবহন, মজুত	৬৫
পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম	৬৭
বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম	৭০
খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৭০
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৭১
অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরী	৭২
বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ	৭২
আইসিটি কার্যক্রম	৭৪
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৭৭
রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৭৭
কর্তৃপক্ষের জনবল	৮০
প্রশিক্ষণের বিবরণ	৮১
কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয় স্থাপন	৮১
কর্তৃপক্ষের (ভোক্তা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৩
কর্তৃপক্ষের খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৭
মোবাইল ভ্যান ল্যাবরেটরি	৯২
কর্তৃপক্ষের প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম	৯৪
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গৃহীত ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৯৫
জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন	৯৭
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ	৯৮

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ক) নং অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। "শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ" শ্লোগানে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাসব্যাপী ১০/- কেজি টাকা দরে পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭.৪২ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। সেইসাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য ১৮ টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০ টাকা কেজি দরে খোলা বাজারে চাল বিক্রির ওএমএস কর্মসূচিতে ৩.০১ লক্ষ মে. টন গম ও ১.২৮ লক্ষ মে. টন চাল সর্বমোট ৪.২৯ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে; যা বিগত বছরের তুলনায় ২৬.৫৫% বেশী। বর্ধিত পরিমাণে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণের ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পেয়েছেন। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত বিদেশ থেকে ১২.০০ লক্ষ মে. টন চাল এবং ২.৫০ লক্ষ মে. টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সরকারি ধান ক্রয়ে ফঁড়িয়া, দালাল তথা কোন মধ্যসত্ত্বভোগী যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বোরো-২০২১ সংগ্রহ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের অ্যাপ'স এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ৩৪টি উপজেলায় মিল মালিকদের নিকট থেকে অনলাইনভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রণ, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষ্যে ১১০টি উপজেলায় বিতরণের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত চালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচিতে ১১০টি উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে যথাক্রমে আরো ৫০টি ও ৭০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২২,৮৯,৪০৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লাখ মে. টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২ লাখ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা ৩৭ লাখ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান এবং ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের একটি সম্প্রতি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে । **"১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়** ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৩৩,৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৪৭টি খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। **"**আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার' শীর্ষক প্রকল্পে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মোট ৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মধুপুর সাইটে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৭৩.৮%। বরিশাল সাইলো নির্মাণের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online Food Stock and Market Monitoring System প্রবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন অফিসে ১৬৭৪টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ICT যন্ত্রপাতি স্থাপন সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৬টি বিভাগীয় শহর যথা- বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী'তে Food Testing Laboratory স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৬%। সেইসাথে প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%। **"সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মোট ৩৫৫.৫২৯৭ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৮৭,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ১৬৬টি খাদ্য গুদাম/সাইলো, ৮৬টি আবাসিক ভবন, ৫৬টি অনাবাসিক ভবন, ৩২,৫৭৫ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৫০,১৬৪ ব.মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, ১১টি আবাসিক ভবন, ১৫টি অনাবাসিক ভবন এবং ২১১টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **"খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত**

করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে মোট ৭৬.২৯৭২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০%। **"দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ"** শীর্ষক প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণ ক্ষমতার কম/বেশী ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৮.৪৭৯০ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো তৈরি ও বিতরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৯ম গেডের ১০২জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি মেট্রোপলিটন এলাকায় পদায়ন করে নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইতোপূর্বে প্রণীত ১০টি বিধি/প্রবিধানমালার সাথে আরো ০২টি প্রবিধানমালা যথা- ক. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা-২০২০ ও খ. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ৪র্থ বারের মত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস - ২০২১' পালন করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ৬০ টি উপজেলায় ০১ টি করে মোট ৬০ টি ক্যারাভান রোড শো, উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে ৩৮৮টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে নানা রুপ প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করা হয়েছে। খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ১৮,৬০৮টি এবং প্রধান কার্যালয় হতে ১৬৮টি খাদ্য স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি বেকারি) পরিদর্শন করা হয়েছে। মানভেদে ৬১টি হোটেল/রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং (A^+, A, A^-, B এবং C) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে। করোনা মহামারীর মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইতোমধ্যে ৪০টি খাদ্যশিল্পে Safe Food Plan বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা শহরের ০৩টি মেগাশপের ০৫টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল(cool) চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটর এবং অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত **"বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৮৮.০৫৯৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ০১/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ প্রণয়নপূর্বক প্ল্যান অব অ্যাকশন (Plan of Action) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। হালনাগাদ করে **"জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা, ২০২০"** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২য় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২১ প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। Food System Summit- ২০২১ এর প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ৬ টি সাব-ন্যাশনাল ডায়লগ এবং ২টি ন্যাশনাল ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভূমিকা: রুল'স অব বিজনেসের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সারসংক্ষেপ আকারে অপরাপর সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকার, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জন ও বর্তমান সরকার পরিচালনাকারী দল বাংলাদশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পরিমিত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে একদিকে কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অন্যদিকে দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা। এতদব্যতীত, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই' বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ কর্মকান্ড পরিচালিত করে। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ অবলুপ্ত করা হয়। তাতে করে দেশে খাদ্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সিভিল সাপ্লাইয়ের অনুরূপ খাদ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসরকারি সরবরাহ মন্ত্রণালয়।

৬ মে ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নামে নামকরণ করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে দুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশের পর থেকেই জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে আসছে।

'রুল'স অব বিজনেস' অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি, খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, খাদ্যশস্য (চাল-গমসহ দানা জাতীয় শস্য) সংগ্রহ ও বিতরণ, রেশনিং ব্যবস্থাপনা, আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, খাদ্যশস্যের চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্যের বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সফল বাস্তবায়ন।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে সরকার "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনের আওতায় ১২টি বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগপূর্বক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৪টি জেলা ও ৮টি মেট্রোপলিটন এলাকায় নতুন অফিস স্থাপন করে জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

সবার জন্য পর্যাপ্ত , নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২. দরিদ্র বিশেষত নারী-শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে চাল ও গম বিতরণের মাধ্যমে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ;

৩. কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা;

৪. নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৫. টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু আধুনিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সম্ভাব্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় রেখে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতিকৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ;

২. খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি এবং খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ ও চলাচল;

৩. খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ;

৪. খাদ্য গুদাম নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫. পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ, সংরক্ষণ, খাদ্যের মান পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৬. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক বিনিয়োগ পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;

৭. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৮. বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন এবং যোগাযোগ স্থাপন।

১.৫Allocation of Business অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব :

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রধানত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিগত সহায়তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

Allocation of Business অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি :

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন;
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উৎসাহ মূল্য প্রদান এবং ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য ধান, চাল, গম, ভুট্টা সরাসরি ক্রয়, মজুদ এবং পিএফডিএস এর মাধ্যমে বণ্টন;
- আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের গুণগত মান ও আদর্শ বজায় রাখা লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিতকরণ;
- বেসরকারি খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের বাজার অবকাঠামো সুবিধা প্রদান;
- খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) এবং খাদ্যের মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা;
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার ও কারিগরি সার্ভিস এর কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তদারকি এবং মূল্যায়ন;
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;

- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সফল বাস্তবায়ন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি

প্রশাসন অনুবিভাগ :

ক. প্রশাসন-১ অধিশাখা: প্রশাসন-১ অধিশাখার অধীন ২টি শাখা রয়েছে, (i) **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা ও (ii) অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা।** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশাসন-১ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(i) অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা:

(১) পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদ পূরণ:

(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির ১ জন কর্মকর্তাকে "প্রোগ্রামার" পদ হতে "সিস্টেম এনালিস্ট" পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে, ৩য় শ্রেণির ৩ জন কর্মচারীকে ("অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২ জন ও সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ জন") "প্রশাসনিক কর্মকর্তা" পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ শ্রেণির ৪ জন কর্মচারীকে "অফিস সহায়ক" পদ হতে "অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ : প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (১৩-২০তম গ্রেডের) কম্পিউটার অপারেটর ০৬ জন, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০৫ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০১ জন এবং অফিস সহায়ক ০৮ জনসহ মোট ২০ জনকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

(ক) ইন-হাউস প্রশিক্ষণ : প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুশাসন ও চাকুরী সংক্রান্তসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৬,৫১৪ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ : প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ৬৮ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই), রাঙ্গামাটিতে ৩টি ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ২,৭২০ ঘন্টা সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। পিআরএল মঞ্জুর ও ছুটি নগদায়ন : প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪র্থ শ্রেণির ০১ জন কর্মচারীর অনুকূলে পিআরএল মঞ্জুর ও ছুটি নগদায়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া ২য় শ্রেণির ০১ জন কর্মকর্তা করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে ছুটি নগদায়ন প্রদান করা হয়।

৪। পেনশন প্রদান : প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যক্তিগত ও পারিপারিক পেনশন প্রদান করা হয়।

৫। ই-নথি ব্যবস্থাপনা : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এপিএ এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ শাখা হতে ই-নথিতে মোট ১০২৬টি পত্র জারী করা হয়েছে। অপরদিকে হার্ড নথিতে ১২১ টি পত্র জারী করা হয়েছে যা মোট নথি নিষ্পত্তির প্রায় ৯০% ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৬। নথির শ্রেণি বিন্যাস ও বিনষ্টকরণ : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শাখার ১০০% নথি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং মোট বিনষ্টযোগ্য নথির ৪০% বিনষ্ট করা হয়েছে।

(ii) অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা : অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল, মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল, বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও তথ্য প্রেরণ, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দসহ নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বিগত ০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে বরাদ্দকৃত ১০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি	২৩ টি প্রতিষ্ঠান ৩২ জন	মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ২৩ টি প্রতিষ্ঠান ও ৩২ জন গরীব ও দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
২	ই নথিতে পত্র জারি	৯৫%	ই নথিতে দ্রুততম গতিতে কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কমপরিকল্পনা কার্যক্রম	৩জন	২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২জন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১জনকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
৪.	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের চূড়ান্ত উত্তোলন, যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত কার্যক্রম	০২জন	০২জন কর্মকর্তার মৃত্যুজনিত কারণে তাদের পরিবারকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অর্থ চূড়ান্ত উত্তোলন, যৌথবীমা, মাসিক কল্যাণ ভাতা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া/দাফনের অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন অগ্রায়নসহ কল্যাণ তহবিলে যোগাযোগ করে দ্রুত অর্থ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়েছে।

(খ) প্রশাসন-২ অধিশাখা : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশাসন-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ :

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান;	১০ জন	
২	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অবসর উত্তর ছুটি প্রদান ও লাম্প এমাউন্ট মঞ্জুরী;	৩২ জন	
৩	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরী;	৪৫ জন	
৪	খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন;	০৫ জন	
৫	খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান;	০২ জন	
৬	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বকেয়া টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরী;	০১ জন	
৭	৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে (খাদ্য ক্যাডার) সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রদান;	০১ জন	
৮	৩৮ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ প্রদান	০৫ জন	
৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে		সরকারি মঞ্জুরি জারি

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
	বিদ্যমান মেইনটেন্যান্স ইউনিটকে সম্প্রসারণ করণের জন্য সৃজিত পদের মেয়াদ সংরক্ষণ;		করা হয়েছে।
১০	খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি পদ ৩য় থেকে ২য় গ্রেডে এবং পরিচালকের ৭টি পদ ৪র্থ গ্রেড হতে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণ;		সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়েছে।
১১	Bangladesh Civil Service (Food) Recruitment Rule, 1981 এর সংশোধন;		গত ১০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৮ম সভায় সংশোধনের সুপারিশ করা হয়।
১২	ময়মনসিংহ বিভাগের নবসৃষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ২টি ক্যাডার পদসহ মোট ১১ টি অস্থায়ী পদ সৃজন।		সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়েছে।

(গ) সেবা অধিশাখা : করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধক এর জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কক্ষে এটাচ ওয়াশরুম ও সাধারণ ওয়াশরুম ব্যবহারের জন্য হারপিক, ফ্লাশিং হারপিক ও হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখা হয়। মন্ত্রণালয়ের সকল কক্ষসমূহ জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে জীবাণুনাশক ও স্প্রে মেশিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সার্জিক্যাল মাস্ক, হেক্সাসল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, হুইল পাউডার, হ্যান্ডওয়াশ, জীবানুনাশক ও স্প্রে ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে।

(ঘ) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বর্ণ কার্যাবলি নিম্নরুপ :

- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নোত্তর দানের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি প্রশ্নোত্তরের ইমপুট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য জাতীয় সংসদে **৭৭টি** প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গত ০৬ অক্টোবর ২০২০ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে Future Earth South Asia 2nd GC Meeting এ মাননীয় স্পিকার কর্তৃক আলোচনার সুবিধার্থে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১টি Brief/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুত করে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির **০২টি** সভার কার্যপত্র প্রস্তুতসহ সভা অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের ১১তম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০১৯ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- সচিব সভা ও মন্ত্রিপরিষদ সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১২টি সভা অনুষ্ঠান করে ০৭টি প্রতিশ্রুতি ও ১৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত মাসিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ৪টি প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- অর্থবছরে এ অধিশাখা হতে মোট ৫২৪টি পত্র ই-নথিতে জারি করা হয়েছে।
- এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি, মাসিক/ত্রৈমাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

(ছ) তদন্ত শাখা : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখায় মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগ বিষয়ে, খাদ্য সংগ্রহ/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগ বিষয়ে বা অন্য যে কোনভাবে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের তদন্ত পরিচালনা করা হয়। সাধারণত অভিযোগগুলো অনলাইনে অথবা ডাকযোগে পাওয়া যায়। জুন/২০ হতে জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নবর্ণিত 'ছকে' দেয়া হলো:

(ক) প্রচলিত পদ্ধতিতে :

মাস	অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা
জুলাই/২০	১২	৬
আগস্ট/২০	৪	৪
সেপ্টেম্বর/২০	৭	১
অক্টোবর/২০	৯	১
নভেম্বর/২০	২	১৪
ডিসেম্বর/২০	১	১৫
জানুয়ারি/২১	১	১১

ফেব্রুয়ারি/২১	৩	৫
মার্চ/২১	৪	৮
এপ্রিল/২১	১	০
মে/২১	০	৫
জুন/২১	৪	২
মোট	৪৮	৭২

(খ) জিআরএস(GRS)'এর মাধ্যমে :

মাসের নাম	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ আবেদন সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকরা হার
জুলাই/২০২০	১	৫	৬	০	০	১	৫	০
আগস্ট/২০২০	১	৬	৭	২	০	০	৫	০
সেপ্টেম্বর/২০২০	০	৫	৫	০	০	০	৫	০
অক্টোবর/২০২০	০	৫	৫	০	০	০	৫	০
নভেম্বর/২০২০	১	৫	৬	০	০	১	৫	০
ডিসেম্বর/২০২০	৬	৬	১২	১	৯	০	২	০
জানুয়ারি/২০২১	০	২	২	০	১	০	১	০
ফেব্রুয়ারি/২০২১	৩	১	৪	৩	০	০	১	০
মার্চ/২০২১	১	১	২	০	০	১	১	০
এপ্রিল/২০২১	১	১	৩	১	০	১	১	০
মে/২০২১	০	২	২	০	০	০	২	০
জুন/২০২১	১	২	৩	২	০	০	১	০
মোট	১৫	--	২০	৯	১০	--	১	৯১

(গ) আপীল (GRS) :

মাসের নাম	বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত আপিলের সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট নিষ্পত্তি	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত আপিলের সংখ্যা	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	আপিল নিষ্পত্তির হার
জুলাই/২০২০	০	০	০	০	০	০	০
আগস্ট/২০২০	০	০	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর/২০২০	০	০	০	০	০	০	০
অক্টোবর/২০২০	০	০	০	০	০	০	০
নভেম্বর/২০২০	০	০	০	০	০	০	০

ডিসেম্বর/২০২০	০	০	০	০	০	০	০
জানুয়ারি/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
ফেব্রুয়ারি/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
মার্চ/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
এপ্রিল/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
মে/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
জুন/২০২১	০	০	০	০	০	০	০
মোট=	০	০	০	০	০	০	০

(জ) আইসিটি সেল : ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হিসেবে ২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে:

- Covid-19 পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভার্চুয়াল অফিস চালু করার অংশ হিসেবে সারা বছরেই সকল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু ছিল ফলে কোনো সমস্যা ছাড়াই নির্বিঘ্নে অফিস চালু ছিল।

- মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২৫ জন কর্মকর্তাকে "ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক" দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- ৬টি ইজিপি টেন্ডারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন, ১২টি ল্যাপটপ, ৪টি প্রিন্টার, ৭টি স্কেনার, ওয়েব ক্যামেরাসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল সেবা চালু করার অংশ হিসেবে "পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা" সেবা চালু করা হয়েছে। এটি একটি online ও মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক সফ্টওয়্যার। যাতে কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট গুদাম পরিদর্শনকালীন সময়ে ফরমটি সহজেই পূরণ করে সাবমিট করতে পারেন। সাবমিট করার সাথে সাথেই সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুপারিশসমূহ এবং এর বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখতে পারেন। এছাড়া সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রিপোর্টও বের করা যায়।

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ে ই-নথিতে মোট ৫৪৮৬টি নোট নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ড ফাইলে ১০১৫টি নোট নিষ্পত্তি করা হয় অর্থাৎ ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তির হার ৮৪.৩৯%।

শুদ্ধাচার :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ৯৯% নম্বর অর্জিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন চলমান আছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১-১০ম গ্রেডভুক্ত ক্যাটাগরিতে ০১ (এক) জন জনাব মোঃ শাহ্নেওয়াজ তালুকদার, যুগ্মসচিব এবং ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ক্যাটাগরীতে ০১ (এক) জন জনাব মো. সুমন মিয়া, অফিস সহায়ক'কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার'কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত :

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ২৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও প্রায় ৬.৮৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), রূপকল্প ২০৪১ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা ৩৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'তে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৫টি প্রকল্প (বিনিয়োগ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত অর্থবছরে ১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া জুন ২০২১ এ ২টি নতুন প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০৫.৭৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২২৬.০৬ কোটি টাকা (যা আরএডিপি বরাদ্দের ৫৫.৭১%)। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার" প্রকল্পের আওতায় বিদেশ থেকে সাইলোর যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিলম্ব (কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে) হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় অনেক কম হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করার লক্ষ্যে জুলাই মাসের শুরু থেকেই প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর জন্য মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ :

ক. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বর্ণ কার্যাবলি নিম্নরুপ :

অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ-২০২১ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৮.১০.২০২০ খ্রি.তারিখে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ-২০২১ এর সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার জেলা ও উপজেলাওয়ারি বিভাজন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। যার তথ্যচিত্র নিম্নরুপ :

অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ-২০২১ এর তথ্যছক :

মৌসুম	খাদ্যশস্য	লক্ষ্যমাত্রা (মে. টন)	চুক্তির পরিমাণ	চুক্তির হার	সংগ্রহ সময়সীমা (শুরু-শেষ)	সংগ্রহ মূল্য (প্রতি কেজি)	সংগ্রহের পরিমাণ (মে. টন)	অর্জনের হার
আমন-২০২১	ধান	২,০৭,৭৩০	---	---	০৭.১১.২০২০ থেকে ১৫.০৩.২০২১	২৬.০০	১২,৩৪২	৫.৯৪%
	সিদ্ধ চাল	৬,০০,০০০	১,২৯,০১৯	২১.৫০ %	১৫.১১.২০২০ থেকে ১৫.০৩.২০২১	৩৭.০০	৭০,১৩৬	১১.৬৯%
	আতপ চাল	৫০,০০০	১৪,০৭২	২৮.১৪ %	১৫.১১.২০২০ থেকে ১৫.০৩.২০২১	৩৬.০০	৪,৮৬৩	৯.৭৩%

অভ্যন্তরীণ গম ও বোরো সংগ্রহ-২০২১ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২২.০৪.২০২১ খ্রি.তারিখে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ-২০২১ এর সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও উক্ত সভায় অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ-২০২১ এর সংগ্রহ মূল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার জেলা ও উপজেলাওয়ারি বিভাজন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। যার তথ্যচিত্র নিম্নরুপ :

অভ্যন্তরীণ গম ও বোরো সংগ্রহ-২০২১ এর তথ্যছকঃ

মৌসুম	খাদ্যশস্য	লক্ষ্যমাত্রা (মে. টন)	চুক্তির পরিমাণ	চুক্তির হার	সংগ্রহ সময়সীমা (শুরু-শেষ)	সংগ্রহ মূল্য (প্রতি কেজি)	সংগ্রহের পরিমাণ (মে. টন)	অর্জনের হার
গম-২০২১	গম	১,০০,০০০	---	---	০১.০৪.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২১	২৮.০০	১,০৩,২১২	১০৩.২১%
বোরো-২০২১	ধান	৬,৫০,০০০	--	--	২৮.০৪.২০২১ থেকে ৩১.০৮.২০২১	২৭.০০	৩,৬২,৪৪৫	৫৫.৭৬%
	সিদ্ধ চাল	১০,০০,০০০ (মূল)	১০,৮৯,৩০৫ (অতিরিক্তসহ)	৯৫.৯৭% (অতিরিক্তসহ)	০৭.০৫.২০২১ থেকে ৩১.০৮.২০২১	৪০.০০	১০,০০,০০০ (মূল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে)	১০০.০০% (মূল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে)
		১,৩৫,০০০ (অতিরিক্ত)					৬০,৪৬০ (অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে)	৪৪.৭৯% (অতিরিক্তলক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে)
	আতপ চাল	১,০০,০০০	৯০,৮৭১	৯০.৮৭%	১২.০৫.২০২১ থেকে ৩১.০৮.২০২১	৩৯.০০	৮৫,৫০৩	৮৫.৫০%

সরকারি গুদামে বিক্রিত ধানের মূল্য পরিশোধ সেবা সহজীকরণ :

বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে দিনাজপুর জেলার সদর ও বিরল উপজেলায় কৃষকের বাড়ীর নিকটস্থ সিডিউল ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি গুদামে বিক্রিত ধানের মূল্য পরিশোধ সেবা সহজীকরণ বিষয়ক ইনোভেশন আইডিয়া প্রস্তাব অনুমোদনসহ যেকোনো জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার যেকোনো উপজেলায় পেয়িং ও পুনর্ভরণ ব্যাংক হিসেবে নিযুক্ত অগ্রণী/সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোনো অতিরিক্ত খরচ ব্যতিরেকে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত কৃষকের বাড়ীর নিকটস্থ সিডিউলভুক্ত যেকোনো বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ধানের মূল্য পরিশোধ সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রস্তাবিত আইডিয়াটি পাইলট হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়।

কৃষকের অ্যাপ :

বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে নতুন আরো ১৩২টি উপজেলায় কৃষকের অ্যাপের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও চালকল মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় সফটওয়্যার :

“মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা” ও “চালকল মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়” সফটওয়্যার দুটি মোট ২৪টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

খ.বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা : ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ের বৈদেশিক সংগ্রহ শাখার সম্পাদিত কার্যাবলি :

১। গম আমদানি : ২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং রাশিয়া হতে জি টু জি ভিত্তিতে ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে।

২। চাল আমদানি : ২০২০-২১ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং জি টু জি ভিত্তিতে ভারতের NAFED থেকে ১.৫০ লাখ মে. টন, মিয়ানমার হতে ১.০০ লাখ মে. টন, ভারতের NCCF থেকে ১.০০ লাখ মে. টন, ভারতের PUNSUP থেকে ১.৫০ লাখ মে. টন, ভিয়েতনাম হতে ৫০,০০০ মে. টন এবং ভারতের NACOF থেকে ১.০০ লাখ মে. টনসহ সর্বমোট ১২.০০ লাখ মে. টন চাল আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৬.০০ লাখ মে. টন চাল সরকারি সংরক্ষণাগারে পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ৩২০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫,৬০,৮৬৩ মেট্রিক টন চাল আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭,৭৫,৯৯৪ মে. টন চাল পাওয়া গিয়েছে।

গ. সরবরাহ-১ শাখা :

১। আইন প্রণয়ন : Control of Essential Commodities Act,1956 (Act No. 1 of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৪ মে ২০১১ তারিখের এস. আর. ও নং ১১৩-আইন/২০১১ মূলে জারীকৃত আদেশ অধিকতর সংশোধন করে ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এস.আর.ও নং ৩৩৮-আইন/২০২০ জারী করা হয়। চালকল মালিক পর্যায়ে ধান অটোমেটিক, মেজর ও হাসকিং চালকল দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে পাক্ষিক ছাটাই ক্ষমতার ৩(তিন) গুণ ৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদে সংরক্ষণ করতে পারবে।

২। পুষ্টিচালের উপকারিতা ও রান্নার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান : জুম অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ২২ জুন ২০২১ তারিখে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ভিজিডি কর্মসূচির ৩২৬ জন উপকারভোগীদের পুষ্টিচালের উপকারিতা ও রান্নার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

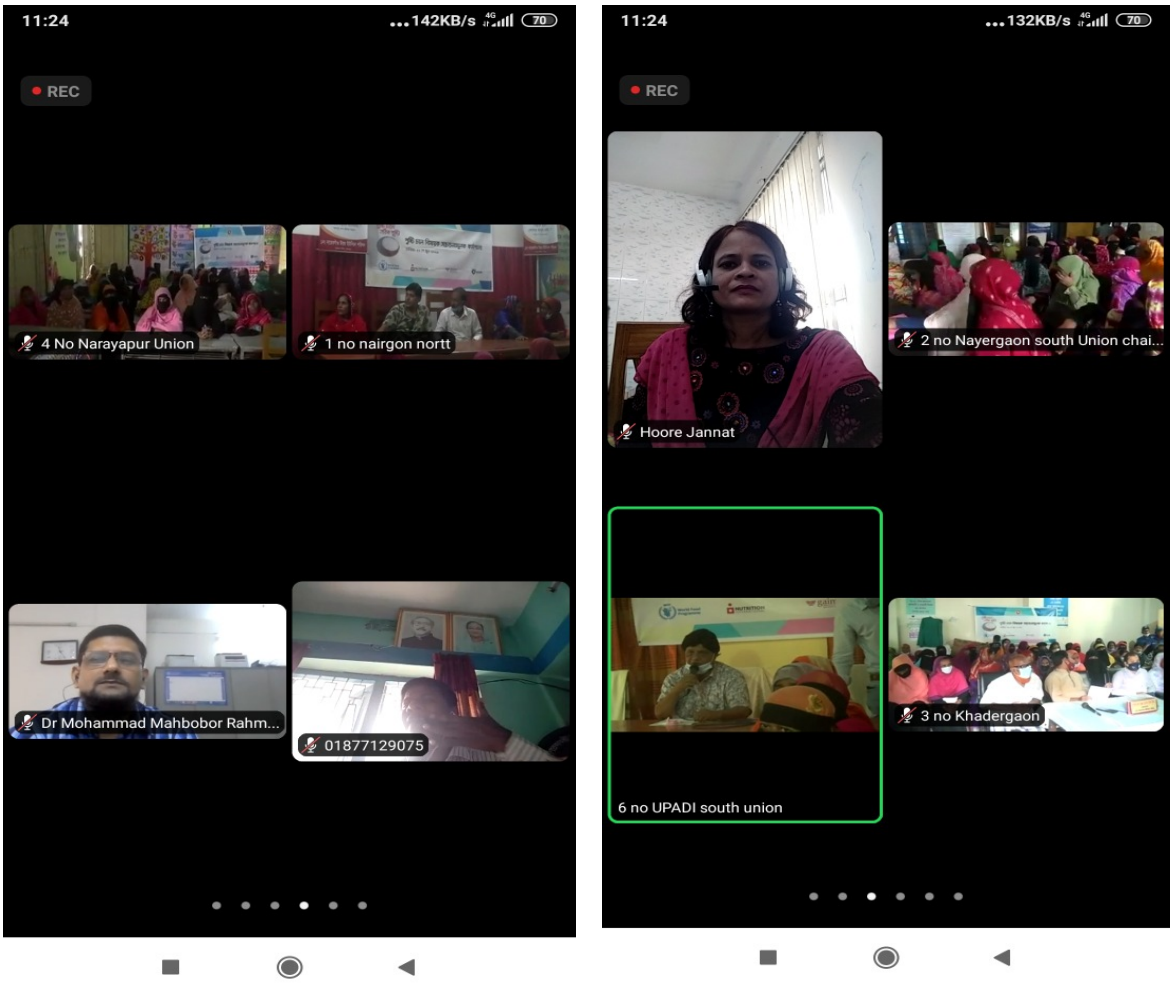

চিত্র:পুষ্টিচাল রান্না বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণের ছবি।

৩। ট্রাক সেল চালু : শ্রমঘন এলাকার নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিকে মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১০টি ট্রাক সেল চালু করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা মহানগরে ট্রাকসেলের মাধ্যমে ২,৫৬৪.২৫৫ মে.টন চাল বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওএমএস দোকান কেন্দ্রে ২২,৪০২.১২৩ মে.টন চাল এবং ৩১,১৯০.০৬৭ মে.টন খোলা আটা বিক্রি করা হয়েছে।

৪। মুজিববর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণ : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (মুজিব বর্ষে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণ : স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে (মার্চ/২০২১ পরবর্তী সময়ে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন আরও ৫০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৫০টি স্থলে ১২২ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচন করা সম্ভব হওয়ায় বর্তমানে ১২২টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ২৮টি উপজেলার মিশ্রণ মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ৩২৩.০১৩ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ৩২,৩০১.৩০০ (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) মে.টন।

অপরদিকে, ২০২১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি খাতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৭০টি উপজেলার স্থলে ১৪০ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমানে ১৪০ টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩০ টি উপজেলার মিশ্রন মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে ভিজিডি কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ভিজিডি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১১৯.৯৬৫ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১১,৯৯৬.৫০০ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে)।

৬। প্যাকেট আটা বিতরণ : পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত ১ কেজির প্যাকেট আটা গত ০৮.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের (৫৫,৩৬০ টি প্যাকেট) ৫৫.৩৬০ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

চিত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ময়দা মিলে উৎপাদিত প্যাকেটজাত আটা।

এছাড়াও ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরের মতিঝিল ও আজিমপুরে ২টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি ময়দা মিলের (১,২৩,৫০০ টি প্যাকেট) ২৪৭ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

৭। **ঢাকা জেলার ডিলারদের মহানগরের একই ছাতার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ-১ শাখার ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখের ২৪৪ নং স্মারকে তেজগাঁও সার্কেলের ওএমএস কার্যক্রম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা দপ্তর এর পরিবর্তে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা তেজগাঁও সার্কেলের ৩৫ জন ডিলারের জামানত অবমুক্ত করে ঢাকা মহানগরে ডিলার হিসেবে আত্তীকরণ/নিয়োগের লক্ষ্যে ঢাকা রেশনিং দপ্তরে তথ্য প্রেরণ করে। তেজগাঁও সার্কেলের ৩৫জন ওএমএস ডিলারকে ঢাকা মহানগরের আওতাভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৮। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৫০ লক্ষ উপকারভোগীর ডাটাবেস প্রণয়ন : খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৫০ লক্ষ উপকারভোগীর তালিকা ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকার ডাটাবেস প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। Central AID Management System (CAMS) সফট্ওয়্যার এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত CAMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির মাধ্যমে এ কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে। চলতি জুলাই/২০২১ মাসে CAMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

চিত্র: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরণ

৯। ময়দামিল তালিকাভুক্তকরণ এবং পেষণক্ষমতা পুন:নির্ধারসহ তালিকাভুক্তকরণ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৭ টি ময়দামিল নতুন করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ০১.০৭.২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ৩০.০৬.২০২১ খ্রি.তারিখ পর্যন্ত মোট ২৭ টি ময়দা মিল পেষণক্ষমতা পুন:নির্ধারণসহ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১০। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য অধিদপ্তর)	১	ওএমএস (চাল)	৬.৩৭৯ লাখ জন	৩৫৭২৪.০০	৮.৮৯৫ হাজার জন	৪৯৮.১২
			১.২৭৬ লাখ মে.টন		১.৭৭৯ হাজার মে.টন	
		*বিশেষ ওএমএস	০	০	২০.৪৩২ লাখ জন	৫৪৭০.০০
			০		৬৮.৩৮২ হাজার মে.টন	

		(চাল)				
		ওএমএস (গম)	১৫.০৭ লাখ জন ৩.০১৪ লাখ মে.টন	৪২১৯৯.০০	১৩.৪৬ লাখ জন ২.৬৯৩ লাখ মে.টন	৩৭৭০১.৪০
	২	খাদ্যবান্ধব (চাল)	৪৯.৫৬ লাখ পরিবার ৭.৪২ লাখ মে.টন	৬৩০৭০০.০০	৪৯.৭ লাখ পরিবার ৮.৮৭ লাখ মে.টন	৭৫৩৮৬.৪৪
	৩	এলইআই (চাল)	০ ০	০	২৫.০৪৮ হাজার পরিবার ৪.৯৬০ হাজার মে.টন	১৩৮৮.৯১
		এলইআই (গম)	১.১৫ লাখ পরিবার ১৯.৬৮৮ হাজার মে.টন	২৭৫৬.০০	৪৯.৬৩১ হাজার পরিবার ৯.৮২৮হাজার মে.টন	১৩৭৬.০৫

১১। অন্যান্য কার্যক্রম : উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ত্রাণমূলক খাতে বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

ঘ. সরবরাহ-২ শাখা : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরবরাহ-২ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১) ২০২২০-২১ অর্থ বছরে ১০,০০০ (দশ হাজার) লিটার তরল কীটনাশক এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

২) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫০ কেজি ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন যথাক্রমে ২.০০ (দুই) কোটি ও ৫.৫০ কোটি পিসসহ সর্বমোট ৭.৫০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ) কোটি পিস পাটের বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৩) পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১২ অনুসারে "অর্পিত ক্রয়কার্য" হিসেবে তেজগাঁও সিএসডি ও মুলাডুলি সিএসডি এর রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজ বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ৮,৫৫,০০,৪১৯.০৯/- (আট কোটি পঞ্চাশ লাখ চারশত শূন্য নয়) টাকা ও ৬,৬৭,৬২,৭৩৮.৫৪/- (ছয় কোটি সাতষট্টি লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশত আটত্রিশ দশমিক পাঁচ চার) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান প্রদান করা হয়েছে;

৪) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়পুর মৌজার জে.এল নম্বর ১৮৫, আরএস ১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত ৬৩১৫ দাগের ০.০৬৮১৫৫ একর সরকারি খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৫) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য খামালজাতকরণের উদ্দেশ্যে উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরী ২০,০০০ (বিশ হাজার) পিস ডানেজ সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৬) তেজগাঁও সিএসডি, ঢাকায় শ্রম ও হস্তার্পণ কাজে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকগণের প্রতি মে. টন খাদ্যশস্য বোঝাই-খালাস ও খামালজাতকরণ কাজের দর ২৪.৯০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে প্রতি মে. টন ৮০/- (আশি) নির্ধারণের প্রশাসিনক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৭) প্রত্যাশা বাংলাদেশ এর নিকট পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন খারিজ্জমা এলএসডি'র ৫০০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১টি গুদামের ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৮) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর এলএসডি'র ৮০০০ বর্গফুটের ০২ (দুই) টি গুদাম ও ৮৮৭ বর্গফুটের ০১ (এক) টি স্টাফ কোয়ার্টার এর ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

৯) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর এলএসডি'র ৪০০০ বর্গফুটের ০১ (এক) টি গুদামের ভাড়া প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১০) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং সান্তাহার সাইলোতে স্থাপিত সর্বমোট ১১টি হপার স্কেল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২ (দুই) বছরের জন্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় Spare Parts সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১১) মোংলা সাইলোতে ব্যবহারের নিমিত্ত ৩৪৭ (তিনশত সাতচল্লিশ) প্রকার Mechanical এবং ১২৩ (একশত তেইশ) প্রকার Electrical Spare Parts সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে ক্রয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১২) খাদ্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় পাটের বস্তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বস্তার বিনির্দেশ (Specification) নির্ধারণ করা হয়েছে;

১৩) ই-জিপি সিষ্টেমে ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কাট সাইজ বি-টুইল নতুন ৭৬,০০,০০০ (ছিয়াত্তর লক্ষ) পিস বেসরকারি উৎপাদনকারীর নিকট হতে এবং ৩৬,০০,০০০ (ছত্রিশ লক্ষ) পিস বেসরকারি উৎসে হতে মোট ১,১২,০০,০০০ (এক কোটি বার লক্ষ) পিস বস্তা ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে ;

১৪) নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় একটি আধুনিক সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ (পনেরো) একর জমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

১৫) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মোংলা সাইলোর জন্য একটি Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে Vigan Engineering, S.A, Belgium এর নিকট হতে ৩২,৯৫,০০০.০০ (বত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) ইউরো মূল্যে ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান প্রদান করা হয়েছে;

১৬) ই-জিপি সিস্টেমে ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কাট সাইজ বি-টুইল নতুন ১৮,০০০০০ (আঠারো লক্ষ) পিস বস্তা বেসরকারি উৎস/উৎপাদনকারী হতে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১৭) ই-জিপি সিষ্টেমে ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কাট সাইজ বি-টুইল নতুন ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) পিস বস্তা বেসরকারি উৎস হতে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১৮) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এর নিকট ভাড়া প্রদানকৃত কক্সবাজার জেলাধীন ঝিলংজা এলএসডির ১০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২ নং ইউনিট (গুদাম নং-০২) এর ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

১৯) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন আশুগঞ্জ সাইলোর জন্য ঘন্টায় ২০০ মে. টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফিক্সড টাইপ নিউমেটিক শিপ নলোডার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ বিদ্যমান কনভেয়র ব্রীজ নির্মিতব্য কমন জেটি থেকে হপার স্কেল পর্যন্ত সংস্কার/সম্প্রসারণসহ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে Vigan Engineering, S.A, Belgium এর নিকট হতে সর্বমোট (২৫,৪০,০০০.০০ + ৯,৩৫,০০০.০০) =৩৪,৭৫,০০০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) ইউরো মূল্যে ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

২০) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে NEOC প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তেজগাঁও সিএসডি'র ১(এক) একর জমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ :

ক. বাজেট শাখা :

১। বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও হিসাব অধি শাখায় একজন উপসচিব, বাজেট শাখায় একজন উপসচিব, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ, একজন অফিস সহায়ক কর্মরত আছেন। এই অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

২। মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা বাজেট ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় কাজ করছে;

৩। তাছাড়া উপযোজনের স্বীকৃতি, পুন:উপযোজন, খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে অর্থ ছাড়সহ যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৪। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাজেট প্রণয়ন, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নে ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়নে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে মোট ০৯টি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছ;

৫। অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং গ্রুপের ০১টি সভা হয়েছে এবং জেন্ডার বাজেট বিষয়ে ০১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে;

৬। নিম্নোক্ত ছকে বছর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ব্যয়ের বর্ণনা প্রদান করা হলো:

ছক

(হাজার টাকায়)

ক্রম: নং	অর্থ বছর	বিএমসি সভার সংখ্যা	ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সংখ্যা	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১	২০১৮-১৯	৮	১	১৫৭৫১,০৯,৫০	১৪২৩০,৭৮,৩৫
২	২০১৯-২০	৩	১	১৬২৭৪,৮৩,৫৫	১৪০৭৪,৯০,৫৪
৩	**২০২০-২১**	**৯**	**১**	**১৭,৩৮,৪৪,২৯৯**	১৩৮৭৯,৯৬,৮৭

খ. নিরীক্ষা শাখা :

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্য ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহি: নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলত খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহি: নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহি: অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বাজেট ও অডিট এর নেতৃত্বে (উইং প্রধান) অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন আপত্তিসর্মূহ নিষ্পত্তির কাজ হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন নিরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ে অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহি: নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বহি: নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানত স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অডিট আপত্তি :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশীট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌছানো হয়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারি হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে এনে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর

সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলণভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নরুপ :

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১	৪০১৬৫৭	-	-	-	১	৪০১৬৫৭
২.	খাদ্য অধিদপ্তর	১৮,০২০	৫,৪২৯.২১	৮০	৪২	২৮.৪৬	১৭,৯৭৮	৫,৪০০.৭৫
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	১৭	২১,২৮১.২৪	১৬	-	-	১৭	২১,২৮১.২৪

দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধমে নিষ্পত্তি :
দ্বি-পক্ষীয় সভা :

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠারো হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এ ধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৮টি বিভাগে ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে নিয়মিত ভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণির নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে করোনা মহামারী চলমান থাকায় দ্বি-পক্ষীয় সভা হয়নি।

ত্রি-পক্ষীয় সভা :

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরের জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য

দ্বি-পক্ষীয় সভা			ত্রি-পক্ষীয় সভা			মন্তব্য
সভা	আলোচিত আপত্তির সংখ্যা	সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা	সভা	আলোচিত আপত্তির সংখ্যা	সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা	
-	-	-	১২	৩৯৪	২৬৫	

গ. হিসাব শাখা : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হিসাব শাখার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ :
১। মন্ত্রণালয়ের ৮৭ জন (১ম ও ২য়) গেজেটেড কর্মকর্তার বেতন প্রদানে সহায়তা ও ৭০ জন নন-গেজেটেড কর্মচারীর (নতুন নিয়োগসহ) বেতন ও ভাতাদির আয়ন ও ব্যয়ন এর দায়িত্ব পালন করা হয়েছে;
২। মন্ত্রণালয়ের ৭০ জন কর্মচারীর ডিসেম্বর/১৯ হতে অনলাইনে বেতন নির্ধারণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
৩। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বৈদেশিক ভ্রমণ বিল, অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ বিল,আনুষঙ্গিক বিল, আপ্যায়ন বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রস্তুতকরণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
৪। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বিলের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিষ্টার লিখন, প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
৫। মন্ত্রণালয়ের ৭০ জন কর্মচারীর সার্ভিস/চাকরী বই হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
৬। মন্ত্রণালয়ের ৭০ জন কর্মচারীর ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে;
৭। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের যথাসময়ে iBas++ বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে;

৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস (সিএএফও) এর দপ্তরের সঙ্গে হিসাবের সংগতিসাধনসহ হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পাদন করা হয়েছে;
৯। গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকুরি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে; এবং
১০। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের যথাসময়ে চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস কর্তৃক প্রতিপাদন করে GPF নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য শাখা : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপদ খাদ্য শাখা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। আইন ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য শাখা থেকে সম্পাদিত ও প্রক্রিয়াধীণ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ২টি নতুন প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে :

ক্রমিক নম্বর	প্রবিধানমালার নাম	অনুমোদনের তারিখ
১)	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা-২০২০	২৯.৭.২০২০
২)	নিম্নমানের ঝুকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা-২০২১	২৮.৩.২০২১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত নিরাপদ খাদ্য শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরুপ :
১। নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
২। নিম্নমানের ঝুকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩। নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন) প্রবিধানমালা, ২০২১-এর খসড়া প্রণয়ন।
৪। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শূন্য পদে ১৪ জন জনবল নিয়োগে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
৫। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্টের সম্মানী ভাতা মজুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে।
৬। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৩৬৫ টি পদের মধ্যে ১৬৬টি পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
৭। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভা ২৪/৬/২০২১ খ্রি. তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

আইন কোষ :

(ক) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমুহের (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (ছকে প্রদত্ত);

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
০১	০৮	০০	০৯	০০

(খ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২টি গুরুত্বপূর্ণ The Food (Special Courts) Act-1956, এবং Food Grains Supply (Prevetions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. আইন ২টি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(গ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আপডেট থাকার জন্য সফট্ওয়্যার উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
(ঘ) নিম্নলিখিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি, নীতিমালাসমূহের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

১. জাতীয় লবণনীতি-২০২০;
২. সরকারি কর্মচারী প্রেষণ বিধিমালা, ২০২০;
৩. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন সংক্রান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-৫৯/১৯৭২ (PO 59 of 1972)
৪. Bangladesh Organic Agriculture Standards এর খসড়া প্রণয়ন;
৫. "সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) বিধিমালা"-২০২১;
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা, ২০২০;

৭. “ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা, ২০২০”;
৮. ব্রাজিল ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রস্তাবিত BASIC AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION এর খসড়ার উপর মতামত/সুপারিশ;
৯. ভূমি উন্নয়ন কর, ২০২০;
১০. বাংলাদেশ কোয়ালিটি কাউন্সিল আইন, ২০২০;
১১. “স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইন, ২০২০”;
১২. Protection and Conservation of Fish Pules, 1985 এর rule 13’এর আওতা এস.আর.ও নং-২২৩ আইন/২০২০ সংশোধন সংক্রান্ত;
১৩. “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালা, ২০২০”;
১৪. ডিজিটাল গভর্ন্যান্স আইন, ২০২০;
১৫. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইনের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২০
১৬. “জাতীয় ভূ-স্থানিক উপাত্ত অবকাঠামো নীতিমালা, ২০২০”;
১৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন জাপানের ট্রেড পলিসি রিভিউ।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) এর কার্যাবলি:

১. খাদ্য পরিস্থিতি (২০২০-২১)

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে টেকসইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক, যথা-খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যা অনুকরণীয়। পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা ‘ক্ষুধা’ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-২০১৮ সময়ে গড়ে ১৪.৭% এ উপনীত হয়েছে। একইভাবে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ২০০৪ সালে ৫১%, কৃশতার হার ১৫% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে যথাক্রমে ৩১%, ৮% এবং ২২% হয়েছে (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)।

উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরও দেশে অপুষ্টিসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; যেমন: জনসংখ্যা ও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এসব চ্যালেঞ্জকে হিসেবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি ২০৩০) সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০’ এর প্রণয়ন করেছে যা বিশেষত: অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিবছর জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মনিটরিং রিপোর্ট ২০২১ (অর্থবছর ২০১৯-২০) প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ।

১.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আউশ, আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন চূড়ান্তকরা হয়েছে যথাক্রমে ২৭.৫৫ লাখ মে.টন ও ১৪২.০৩ লাখ মে. টন, ১৯৬.৪৫ লাখ মে.টন ও ১০.২৯ লাখ মে. টন। অর্থাৎ ২০১৯-২০

অর্থবছরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ৩৭৬.৩২ লাখ মে. টনে (চাল ৩৬৬.০৩ লাখ মে.টন ও গম ১০.২৯ লাখ মে. টন) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪১০.৮৬ লাখ মে. টন (চাল ৩৯৭.৮৭ লাখ মে.টন ও গম ১২.৯৯ লাখ মে. টন) খাদ্যশস্যর (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । নিচের সারণিতে দেশের সার্বিক খাদ্য শস্য উৎপাদন পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে।

সারণী-১.১: অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	**২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন**		**২০২০-২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা**	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্তকৃত		কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	
	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)
আউশ	১০.৯৫	২৭.৫৫	১৩.৩০	৩৬.৪৫
আমন	৫৫.৬	১৪২.০৩	৫৮.৯৫	১৫৬.১১
বোরো	৪৭.৬২	১৯৬.৪৫	৪৭.৮৫	২০৫.৩১
মোট চাল	১১৪.১৭	৩৬৬.০৩	১২০.১০	৩৯৭.৮৭
গম	৩.৩২	১০.২৯	৩.৫৫	১২.৯৯
মোট খাদ্যশস্য	১১৭.৪৯	৩৭৬.৩২	১২৩.৬৫	৪১০.৮৬

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।
২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

লেখচিত্র-১.১: ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

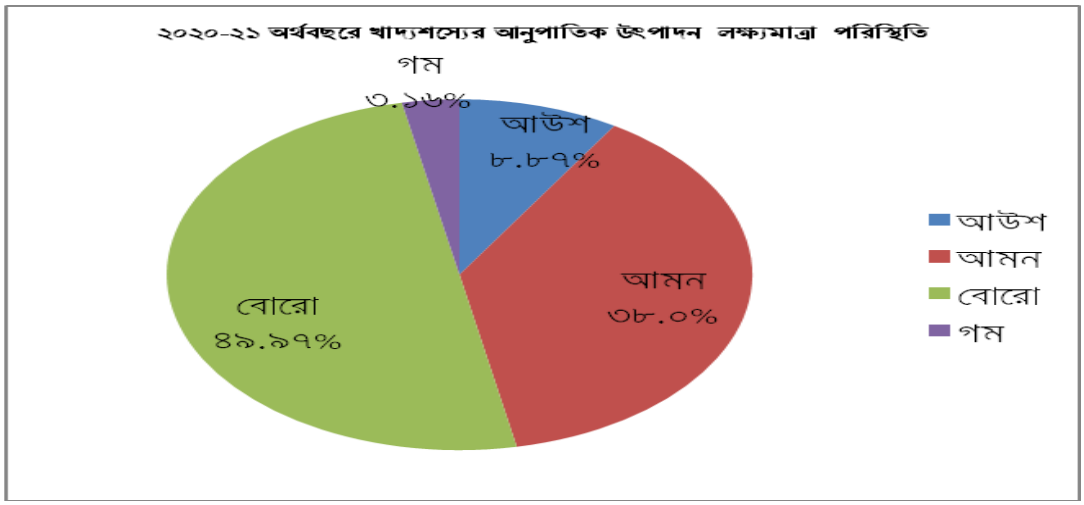

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

১.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

১.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০২০-২১ অর্থবছরে **(জুলাই/২০২০-জুন/২০২১)** অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২০ এর তুলনায় জুন/২০২১ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ১০.৮৯% ও ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই মাসে খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য

কিছুটা কম থাকলেও পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী ১.২: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা
জুলাই/২০	৩৬.৫৪	৩৮.৯	২৪.৮৪	২৭.৫৪	২৪.৫৯	২৭.১৩
আগস্ট/২০	৩৮.৩৩	৪০.৫৬	২৫.৮৫	২৮.০০	২৪.৫	২৭.০০
সেপ্টেম্বর/২০	৪০.৪৪	৪২.৭২	২৫.০১	২৮.৪৮	২৪.৭১	২৭.১৭
অক্টোবর/২০	৪১.৯৩	৪৪.২২	২৫.০৯	২৮.৪৮	২৪.৯১	২৭.৩৫
নভেম্বর/২০	৪১.২৭	৪৩.৬৭	২৫.৩৬	২৮.৫	২৫.৬৯	২৮.৩৫
ডিসেম্বর/২০	৪০.৬৭	৪৩.২	২৫.৪৯	২৮.৬৩	২৫.৯৩	২৮.৪
জানুয়ারি/২১	৪০.৫৬	৪৩.০৬	২৫.৭২	২৮.৭৫	২৬.৫১	২৮.৮৮
ফেব্রুয়ারি/২১	৪১.৭৩	৪৪.০৩	২৬.১৩	২৮.৮	২৭.১২	২৯.৬১
মার্চ/২১	৪২.৫৬	৪৪.৮৬	২৬.৪৭	২৯.২৯	২৭.১৯	২৯.৬২
এপ্রিল/২১	৪২.৪৪	৪৪.৬৬	২৬.১৭	২৯.২১	২৬.৯৪	২৯.৪২
মে/২১	৪০.৫৫	৪২.৬৩	২৬.৪৬	২৯.৪৬	২৬.৫৭	২৯.০৫
জুন/২১	৪০.৫২	৪২.৭৯	২৬.৩৩	২৮.৮২	২৬.৩৩	২৮.৭৩
গড়	৪০.৬৩	৪২.৯৪	২৫.৭৪	২৮.৬৬	২৫.৯২	২৮.৩৯

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)। * এপ্রিল-জুন/২০২১ মাসের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য সাময়িক হিসাবে

লেখচিত্র-১.২: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

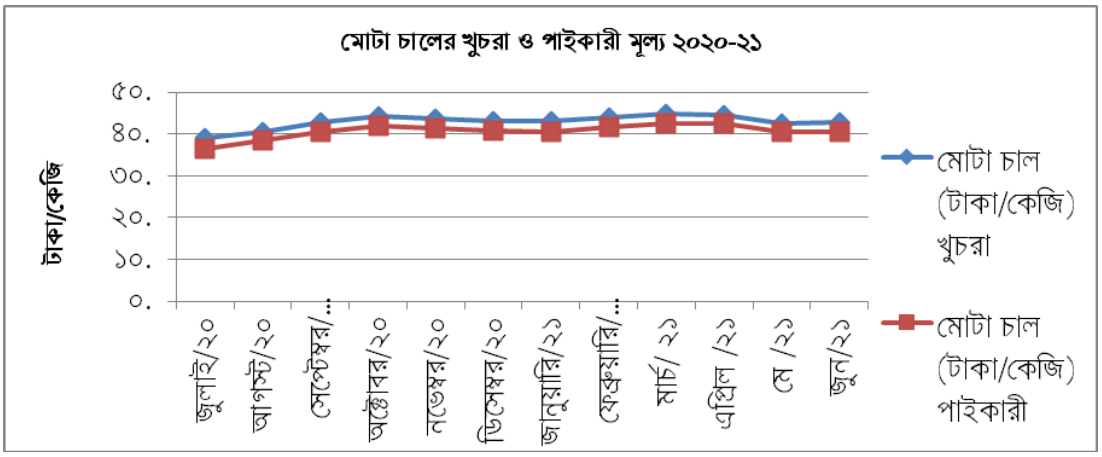

লেখচিত্র-১.৩: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

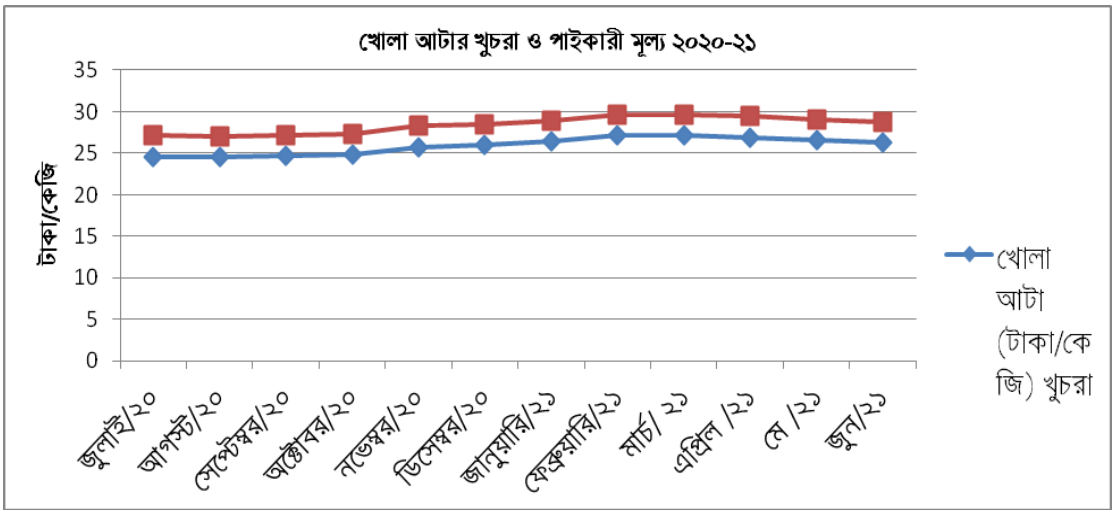

১.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/২০-জুন/২১) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তবে ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। গত জুলাই/২০ মাসের তুলনায় জুন/২১ মাসে ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ৭% ও ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম) , ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ২৯%, ২৬% ও ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ১.৩: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্ল্যাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্ল্যাক সি)
জুলাই/২০	৪৬১	৪১৬	৩৭৫	৪৩০	২০৭	২০৬	২০৮
আগস্ট/২০	৪৮৬	৪৬৬	৩৮৪	৪২৬	২২০	২০৪	২০৫
সেপ্টেম্বর/২০	৪৮৫	৪৫৫	৩৮১	৪২৪	২৪৫	২২৬	২২৮
অক্টোবর/২০	৪৫১	৪৬০	৩৬৯	৪১২	২৫০	২৫০	২৫১
নভেম্বর/২০	৪৭১	৪৮৫	৩৬৬	৪০২	২৪৯	২৫৬	২৫৬
ডিসেম্বর/২০	৪৯৪	৪৮৯	৩৭৩	৪৩৮	২৮০	২৫৮	২৫৯
জানুয়ারি/২১	৫১৫	৪৯৪	৩৯২	৪৪৩	২৭৮	২৯৩	২৮৪
ফেব্রুয়ারি/২১	৫২২	৪৯৯	৩৮৫	৪৫৬	২৭৮	২৮৩	২৮৪
মার্চ/২১	৪৯৭	৪৯৬	৩৮৫	৪৪৩	২৭৮	২৭৫	২৭৫
এপ্রিল/২১	৪৭০	৪৭৪	৩৭৫	৪৩৭	২৭৮	২৫৪	২৫৫
মে/২১	৪৬৩	৪৭৫	৩৬৮	৪৪৪	২৯৪	২৭৫	২৭৩
জুন/২১	৪৪২	৪৪৬	৩৬২	৪৪৭	২৬৭	২৬০	২৬২
গড় (২০২০-২১)	৪৮০	৪৭১	৩৭৬	৪৩৩	২৬০	২৫৩	২৫৩

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info

লেখচিত্র ১.৪: চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

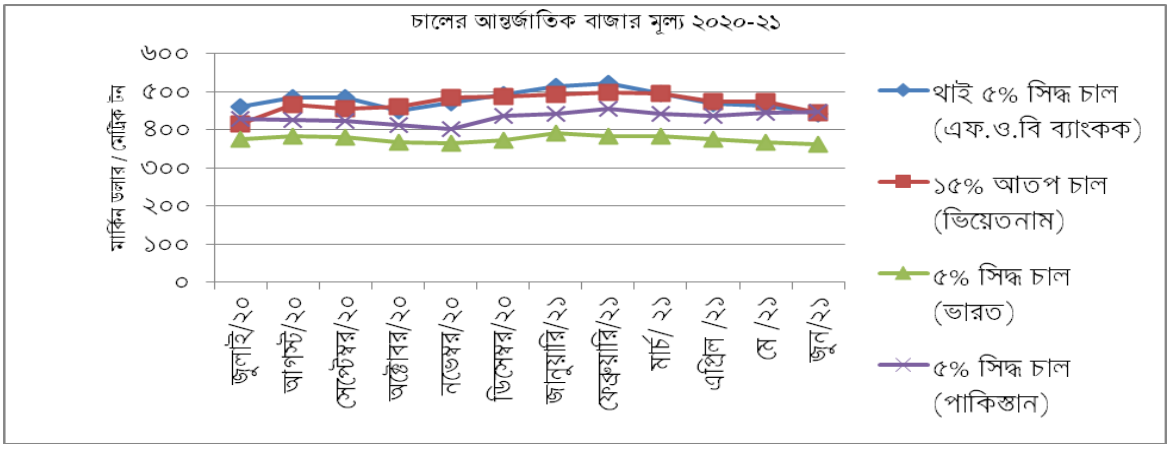

লেখচিত্র ১.৪: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

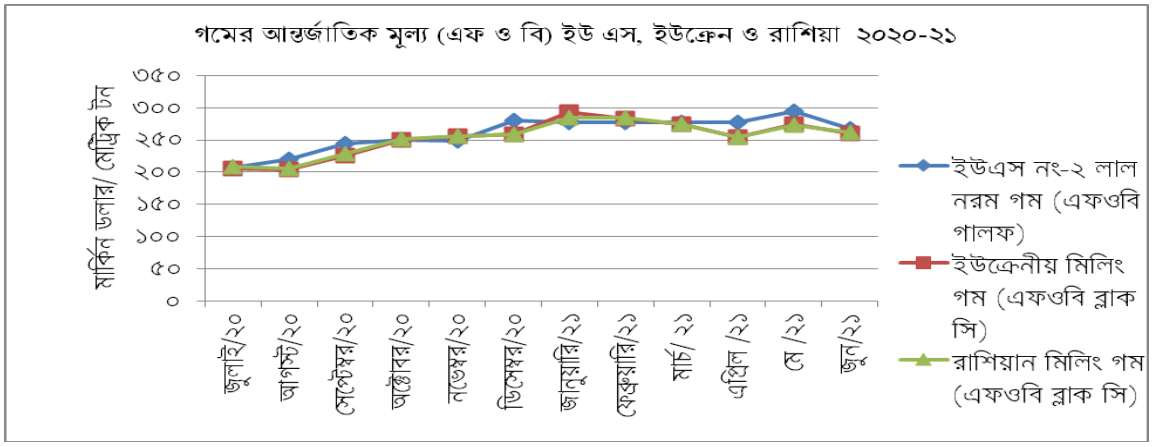

করোনা মহামারির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২০-২১ অর্থবছরে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

১.২.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি:

খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা :

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য বা Staple food এর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস থেকে প্রকাশিত হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের দরিদ্রের হার ২০০৫ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছিল। বিবিএসের হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩%। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫% (বিবিএসর প্রক্ষেপণ)। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমুখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচীর ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যেখানে ১ দিনের মজুরি দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত সেখানে ২০১৮ সালে ১ দিনের কৃষি মজুরি দিয়ে প্রায় ১১ কেজি মোটা চাল কেনা যায় (সূত্রঃ বিবিএস)।

বাংলাদেশের অনুর্দ্ধ ৫ বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি

খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি ধাপের মধ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যের লভ্যতা এবং প্রাপ্যতার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি লাভ করলেও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টির দিক দিয়ে এখনো আরো উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টি বা খর্বতার (stunting) হার ২০০৪ সনে ৫১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সনে ৩১% হয়েছে। কম ওজন (underweight) সম্পন্ন অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের হার ২০০৪ সনে ৪৩% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ২২% এ নেমে এসেছে। এছাড়া অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী অপুষ্টি বা কৃশকায়তার (wasting) হার ২০০৪ সনে ১৫% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ৮% এ নেমে এসেছে।

টেবিল-১.৪ বাংলাদেশের অনুর্দ্ধ ৫ বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	**২০১৭-১৮**	**২০০৪**
খর্বতার (stunting) হার (%)	৩১	৫১
কম ওজন (underweight) এর হার (%)	২২	৪৩
কৃশকায়তার (wasting) হার (%)	৮	১৫

সূত্রঃ বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২. সংগ্রহ পরিস্থিতি

২.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০২০-২১ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি'র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৭.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ ভাবে ৬.০০ লাখ মেঃ টন সিদ্ধ আমন চাল, কেজি প্রতি ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা নির্ধারণপূর্বক ২ লাখ মে.টন আমন ধান, এবং কেজি প্রতি ৩৬.০০ (ছত্রিশ) টাকা নির্ধারণপূর্বক ০.৫০ লাখ মে. টন আতপ আমন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত ১৫.০৩.২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় ১২,৩৪২ হাজার মেঃটন আমন ধান, ৭০,১৩৬ হাজার মে.টন আমন সিদ্ধ চাল ও ৪,৮৬৩ মে.টন আমন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে ২২.০৪.২০২১ খ্রি. তারিখে এফপিএমসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রতি কেজি ২৮ টাকা দরে ১ লক্ষ মে.টন গম কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নির্ধারিত ৩০.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১.০৩ লক্ষ মে. টন গম সংগৃহীত হয়েছে।

গত ২২/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি'র সভায় ২০২১ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৭.০০ টাকা হিসাবে ৬.৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৪০.০০ টাকা হিসাবে এবং প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৯.০০ টাকা দরে ১১ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ১০.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১ লাখ মেট্রিক টন) ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ২.৫৭ লাখ মেঃটন বোরো ধান, ৫.৭০ লাখ মেঃটন বোরো সিদ্ধ চাল ও ০.৪৭ লাখ মেঃটন বোরো আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ১০.০১ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫.৬৭ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৭৩ লাখ মে.টন চাল এবং ৪.৭৯ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে।

২.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৬৭.০২ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২.৬৩ লাখ মেট্রিক টন বেশি ।

সারণী-৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৯-২০) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		২০২০-২১ (লাখ মেট্রিক টন)		২০১৯-২০ (লাখ মেট্রিক টন)	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি	নিজস্ব অর্থে	৫.৭৩	৪.৭৯	০.০০	৩.৬৮
	বৈদেশিক সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬৯

আমদানি				
বেসরকারি আমদানি	৭.৮৬	৪৮.৬৪	০.০৪	৫৯.৯৮
সর্বমোট আমদানি	১৩.৫৯	৫৩.৪৩	০.০৪	৬৪.৩৫

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

২.১.৪ সমঝোতা স্মারক

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম উৎপাদন এখনও চাহিদার তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত করে ফেলে বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরুপ সংকটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে গম ও চাল আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য ভিয়েতনাম,কম্বোডিয়া,মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ সরকারের MoU রয়েছে।

২.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

২.২.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪.৫৩ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ১৬.৬৯ লাখ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ৭.৮৪ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ প্রায় ২২.৮৯ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৫.৬০ লাখ মে. টন ও ত্রাণমূলক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭.২৯ লাখ মে. টন।

৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

৩.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানী), মজুদ, বিতরণ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ হ'ল:

২৮/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি সংরক্ষণাগারে খাদ্যশস্যের মজুদ স্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারিভাবে আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২ (দুই) লাখ মে. টন আমন ধান, ৬ (ছয়) লাখ মে. টন আমন সিদ্ধ চাল ও ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার মে. টন আমন আতপ সংগ্রহ করা হবে। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তা/বাস্তবতার নিরিখে আমন ফসল (ধান ও চাল) সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।

- আমন ধানের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা, আমন সিদ্ধ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ) টাকা ও আমন আতপ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৬.০০ (ছত্রিশ) টাকা।

- আগামী ০৭ নভেম্বর ২০২০ থেকে ধান এবং ১৫ নভেম্বর, ২০২০ থেকে চাল সংগ্রহ শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত আমন সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তা/ বাস্তবতার নিরিখে আমন ২০২০ ফসল (ধান ও চাল) সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

- চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ২-৩ লাখ মে. টন চাল বৈদেশিক উৎস থেকে জি টু জি/ আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা হবে।

- কৃষি মন্ত্রণালয় ০৫.১১.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের তালিকা জারি করবে।

১১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি সংরক্ষণাগারে খাদ্যশস্যের মজুত স্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে।

- বৈদেশিক উৎস থেকে জিটুজি/আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল ও গম আমদানি করে সরকারি মজুদ সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে ।

- খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে এনবিআর সংশ্লিষ্ঠ চাহিদা খাদ্য মন্ত্রণালয় দ্রুত অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

- বিনির্দেশে গমের আমদানির জন্য গমের প্রোটিনের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২২/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি সংরক্ষণাগারে খাদ্যশস্যের মজুত স্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে।
- ২০২১ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে কেজি-প্রতি সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবেবোরো ধান ২৭ (সাতাশ) টাকা, বোরো সিদ্ধ চাল ৪০(চল্লিশ) টাকা ও বোরো আতপ চাল ৩৯ (উনচল্লিশ) টাকা। ধান ও চাল ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সরকারি সংগ্রহ মূল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে।
- ২০২১ সালে বোরো ফসল থেকে ৬,৫০,০০০ (ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার) মে. টন বোরো ধান, ১০,০০,০০০ (দশ লাখ) মে. টন বোরো সিদ্ধ চাল, ১,০০,০০০ (এক লাখ) মে. টন বোরো আতপ চাল করা হবে। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় বোরো (ধান ও চাল) ফসল সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস/ বৃদ্ধি করে সমন্বয় করতে পারবে।
- সরকারিভাবে বোরো ধান সংগ্রহের সময়সীমা হবে ২৮ এপ্রিল/ ২০২১ থেকে ১৬ আগস্ট/ ২০২১ তারিখ এবং বোরো
- চাল সংগ্রহের সময়সীমা হবে ০৭ মে/২০২১ থেকে ১৬ আগস্ট/২০২১ তারিখ । তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় বোরো (ধান ও চাল) ফসল সংগ্রহের সময়সীমা হ্রাস/ বৃদ্ধি করতে পারবে।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ২৭.০৪.২০২১ তারিখের মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের তালিকা জারি করবে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২১ সালে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,০০,০০০(এক লাখ) মে. টন গম কেজি-প্রতি ২৮ (আটাশ) টাকা দরে ০১ এপ্রিল, ২০২১ থেকে ৩০ জুন , ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।
- আমদানিকৃত গমের বিনির্দেশে প্রোটিনের পরিমাণ ১২.৫% বিদ্যমান থাকবে।

- ১৯৯৯ সালে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে চালের আকারে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০,০০০ (ছয় লাখ) মে.টনের অতিরিক্ত ৪,৪৩৮(চার হাজার চারশত আটত্রিশ) মে.টন চাল ক্রয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।

৩.১.১ খাদ্য নিরাপত্তায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) মনিটরিং

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার মত জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-20) প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-20) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-20) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০২১ (ইংরেজি সংস্করণ) মন্ত্রণালয়/এফপিএমইউ এর ওয়েব সাইটে (www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.১.২ পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে জড়িত আছে যেমন, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), থিমেটিক টিম (টিটি), খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG) ইত্যাদি, তাদেরকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এফপিএমইউ প্রাথমিকভাবে থিমেটিক টিমের সভা এবং অনানুষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত বিনিময় শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত থাকে।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর নির্দেশনায় থিমেটিক দলসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি-২ মনিটরিং করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা থেকে আর্থিক উপাত্ত এবং সিআইপি'র লক্ষ্য ও ফলাফল সূচকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বার্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করে। এছাড়াও থিমেটিক টিমসমূহ অংশীদারদের নিয়ে পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে মনিটরিং রিপোর্টের খসড়া প্রণয়ন করে এবং এর ফলাফল পর্যালোচনা করে থাকে। এই সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকরীভাবে সমন্বয় এবং সফলভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করার একটি সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে এটি (এফপিএমইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩.১.৩ নীতি উন্নয়ন / চলমান কর্মসূচি

নতুনভাবে ও দ্রুত জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ এফপিএমইউ-তে নেয়া হয়েছে। প্রথমেই বিভিন্ন পর্যায়ের ৭টি কমিটি (৫টি কারিগরি উপকমিটিসহ) করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে এতদসংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা, কৌশলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা সমাপ্ত হয়েছে। কয়েকটি আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বৈঠক এবং ৫টি কারিগরি উপকমিটির বৈঠক**সহ** ৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ২০২০ নিয়ে বিভাগীয় পরামর্শমূলক সভা করা হয়েছে। সর্বোপরি খাদ্য সচিবের নেতৃত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে উল্লিখিত নীতির খসড়া করা হয়েছে। খসড়া প্রণীত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। সকলের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

এফপিএমইউ-এর উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কারণে থিমেটিক টিম (টিটি) সদস্যদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহ নিশ্চিতকরণসহ মনিটরিং রিপোর্টের গুণগতমান এবং ব্যবহৃত আর্থিক তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। টিটি ও 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর মতবিনিময় এবং তথ্য

উপাত্তের বিশ্লেষণ কার্যক্রম' খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক গতি প্রকৃতি উপস্থাপনে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে আসছে। এছাড়া, টিটি সদস্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ মনিটরিং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণে সহায়তা করে, যা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। টিটি সদস্যগণ সিআইপি-এর আর্থিক উপাত্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই-পূর্বক পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে সরবরাহ করে আসছে। উপরন্তু, 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর আর্থিক তথ্য উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক 'প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন' -এর সাথে মিলিয়ে সত্যায়ন করা হয়।

এফপিএমইউ (FPMU)-এর বর্ধিত ভূমিকা:

এফপিএমইউ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীতি ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থানকে অনেক শক্তিশালী করেছে, এর মধ্যে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এফপিএমইউ-এর অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা-২। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গভর্নেন্স প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন: নব-প্রবর্তিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে এফপিএমইউ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও এফপিএমইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি'র লক্ষ্য-২ "ক্ষুধা দূরীকরণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন" এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে।

৩.১.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

৩.১.৫ প্রকাশনা কার্যক্রম

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) পরিবীক্ষণ (Monitoring) প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারি বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে দৈনিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যসমূহের এক সপ্তাহের তুলনামূলক চিত্র বা পরিবর্তন তুলে ধরা হয়। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)-এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক "বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন" (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। CIP পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (Monitoring Report) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-৩.১: ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা
দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৪৯ টি
সাপ্তাহিক খাদ্যশস্যের তূলণামূলক বিবরণী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য)	৫২ টি
পাক্ষিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৬ টি
ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	৪ টি
দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০২১ (অর্থবছর ২০১৯-২০) ইংরেজি সংস্করণ	১ টি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া **দ্রুত** ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করার পর স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'ওএমএস দোকানে রেডিয়াম কালার সাইন বোর্ড ও লোগো স্থাপন' বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া 'শ্রমঘন স্থানে ওএমএস এর চাল/আটা বিক্রয়' সংক্রান্ত আইডিয়াটির পাইলটিং কার্যক্রম ঢাকায় সুসম্পন্ন হওয়ায় আইডিয়াটি জাতীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেশনের অংশ হিসেবে সাভার এবং গাজীপুরের দুটি গার্মেন্টসে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় 'অডিট নিষ্পত্তি সহজীকরণ' ও ডিজিটাল সেবা কার্যক্রমের আওতায় 'পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা' আইডিয়া দুটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম:

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals(SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) সমন্বয় করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDG Mapping অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের SDG কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(ক) SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলীঃ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDG Mapping অনুযায়ী ১টি টার্গেট (Target12.3) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Lead Ministry ও ৩টি টার্গেট (Target 2.1, 2.2 ও Target 2.c) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, ১২টি টার্গেট Target-1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18 (বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Associate Ministry হিসেবে কাজ করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট ৭টি SDG Goal এর ১৬টি Target এবং ২৫টি Indicator নিম্নরূপ:

Role of Ministry of Food	Related Goals of SDG (7 goals)	Related Targets of SDG (16 targets)	Related indicators of SDG (25 indicators)
Ministry of Food as Lead Ministry	Goal 12	Target 12.3	12.3.1
Ministry of Food as Co-Lead Ministry	Goal 2	Target 2.1, 2.2, 2.c	2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.c.1
Ministry of Food as Associate Ministry	Goal 1, Goal 2, Goal 5, Goal 6, Goal 8, Goal 12, Goal 17	Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18	1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.3.1, 2.4.1, 5.4.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 17.18.1, 17.18.2, 17.18.3

(খ) Lead **এবং Co-Lead Ministry হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট Performance Measurement Indicator সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ**

A. Ministry of Food as Lead Ministry (Target 12.3)

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries/ Division
1	2	3	4
Target 12.3. By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses	12.3.1 Global Food Loss Index (GFLI)	*Lead:* **Ministry of Food** (MoF) *Co-Lead:* MoA	MoInf; MoC; MoFL; SID;

B. Ministry of Food as Co-Lead Ministry (Target 2.1, 2.2, 2.c)

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries/ Division
1	2	3	4

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries/ Division
1	2	3	4
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round	2.1.1 Prevalence of under-nourishment	*Lead:* MoA; *Co-Lead:* MoFL *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoDMR; MoHFW; MoInd; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID;
	2.1.2 Prevalence of population with moderate or severe food insecurity, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)	*Lead:* MoA; *Co-Lead:* MoFL *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoDMR; MoHFW; MoInd; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
Target 2.2. By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons.	2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five years of age.	*Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
	2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five, disaggregated by type (wasting and overweight)	*Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
Target 2.c. Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility	2.c.1 Indicator of (food) Price Anomalies (IPA)	*Lead:* MoC *Co-Lead* **Ministry of Food (MoF)**	MoInf; MoPA; SID

(গ) SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলীঃ

❖ দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং/খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও প্রায় ৬.৮৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(১) "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ;
(২) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি ও দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩ লক্ষ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ;
(৩) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ;

(৪) দেশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কৃষকের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য দেশের কৌশলগত/গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি লোকেশনে ধান শুকানোর ব্যবস্থাসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের নিমিত্ত একটি নতুন প্রকল্প গত ০৮/০৬/২০২১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

(৫) কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ করে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের কৌশলগত ৬টি লোকেশনে ধান শুকানোর ব্যবস্থাসহ আধুনিক রাইস মিল নির্মাণের লক্ষ্যে Public Private Partnership পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৬) এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে/অঞ্চলভিত্তিক খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য দেশের কৌশলগত বিভিন্ন লোকেশনে মোট ১.৩২ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৯০টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

- SDG-2 (Zero Hunger) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার আলোকে সমগ্র দেশে অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চালু রয়েছে। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ১০০টি উপজেলায় ফর্টিফাইড রাইস বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়া, স্বল্প আয়ের জনগণ যাতে কম মূল্যে খাদ্যশস্য পায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য কর্মসূচি (ওএমএস) কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ে করে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (VGD, VGF etc.) বাস্তবায়ন করছে।
- দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG-2 বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- MUCH (Meeting the Undernutrition Challenges) প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজির সাথে সমন্বয় রেখে দ্বিতীয় জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা সিআইপি-২ (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। Food and Nutrition Security Policy 2020 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ০৭/০৯/২০২০ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ Food and Nutrition Security related বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় Food and Nutrition Security বিষয়ে ৭টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Food and Nutrition Security Policy 2020 বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এর ড্রাফট Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে।
- SDG Target 12.3 (By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফুড লস এর বেইজলাইন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য MUCH প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- এছাড়া, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ণ:

বর্তমান সরকার নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন। এই আইনের ০৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে তথ্য সরবরাহের পক্ষে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য ০১জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকদের অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে জনগণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।

তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
জনাব মোছা: কামার জাহান	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭২০৮১৮৮২১	jsinquiry@mofood.gov.bd

যুগ্ম সচিব (তদন্ত)	বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	+৮৮০২৯৫৪৯০২২	

বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
ড. মুনিরা সুলতানা, উপসচিব (অডিট-২)	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	০১৭১৫-০৩৩৬৫৯ +৮৮০২৯৫৪০৮৮২	dsaudit2@mofood.gov.bd

আপিল কর্তৃপক্ষ

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	০১৭০৭০৭৮০৩৮ +৮৮০২৯৫৪০০৮৮	secretary@mofood.gov.bd

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য ১০টি আবেদন পাওয়া যায় এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ০টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আপীলের কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন:

(১) "১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প:

সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে "১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃ টনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৬টি (১০০০ মে.টনের ৪৪টি এবং ৫০০ মে.টনের ১১২টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৩টি খাদ্য গুদামের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে অদ্যাবধি ৯২৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার ১৪৫টি (১০০০ মে:টনের ৪০টি এবং ৫০০ মে:টনের ১০৫টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৩৩৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার ৪৭টি (১০০০ মে:টনের ২০টি এবং ৫০০ মে:টনের ২৭টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি (১০০০ মে:টনের ১৬টি এবং ৫০০ মে:টনের ২০টি) গুদাম খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি (১০০০ মে:টনের ৪টি এবং ৫০০ মে:টনের ০৭টি) গুদাম হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

প্যাকেজ নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলা	এলএসডি/সিএসডির নাম	৫০০ মে:টন	১০০০ মে:টন	হস্তান্তরিত গুদামের সংখ্যা	হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান
১	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	মিঠামইন এলএসডি	১টি		১টি	
২		নরসিংদী	নরসিংদী সদর	নরসিংদী এলএসডি		১টি	১টি	
৩		ফরিদপুর	সালথা	সালথা এলএসডি		১টি	১টি	
৪			মধুখালী	মধুখালী এলএসডি		১টি		১টি
৫		গোপালগঞ্জ	মোকসেদপুর	সিন্দিয়াঘাট এলএসডি	১টি		১টি	
৬		শরীয়তপুর	জাজিরা	জাজিরা এলএসডি	১টি		১টি	
৭			ভেদরগঞ্জ	ভেদরগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি	
৮	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গা	বালিয়াডাঙ্গা এলএসডি	১টি		১টি	
৯		*পঞ্চগড়*	তেতুলিয়া	তেতুলিয়া এলএসডি		১টি	১টি	
১০			তেঁতুলিয়া	ভজনপুর এলএসডি		১টি	১টি	
১১		দিনাজপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সিএসডি		১টি	১টি	

১২		খুলনা	ফুলতলা	ফুলতলা এলএসডি		২টি	২টি	
১৩			বটিয়াঘাটা	বটিয়াঘাটা এলএসডি	১টি		১টি	
১৪		বাগেরহাট	রামপাল	রামপাল এলএসডি		১টি	১টি	
১৫			চিতলমারী	চিতলমারী এলএসডি		১টি		১টি
১৬		যশোর	চৌগাছা	চৌগাছা এলএসডি		১টি	১টি	
১৭	খুলনা		অভয়নগর	নোয়াপাড়া এলএসডি	২টি		২টি	
১৮			বাঘারপাড়া	খাজুরা এলএসডি	১টি		১টি	
১৯		নড়াইল	নড়াইল সদর	নড়াইল সদর এলএসডি	১টি		১টি	
২০		মাগুরা	মাগুরা সদর	মাগুড়া সদর এলএসডি		১টি	১টি	
২১			মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর এলএসডি	১টি		১টি	
২২			শ্রীপুর	শ্রীপুর এলএসডি	১টি			১টি
২৩		চুয়াডাঙ্গা	দর্শনা	দর্শনা এলএসডি	১টি			১টি
২৪		রাজশাহী	পুঠিয়া	পুঠিয়া এলএসডি		১টি	১টি	
২৫		নওগাঁ	মহাদেবপুর	স্বরস্বতীপুর এলএসডি		১টি	১টি	
২৬	রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর	নাটোর সদরএলএসডি		১টি	১টি	
২৭		সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	কাজীপুর এলএসডি	১টি			১টি
২৮		পাবনা	ফরিদপুর	ফরিদপুর এলএসডি	১টি			১টি
২৯		বগুড়া	সোনাতলা	হরিখালী এলএসডি		১টি		১টি
৩০		চাঁদপুর	মতলব উত্তর	মতলব উত্তরএলএসডি	১টি		১টি	
৩১	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	পানছড়ি এলএসডি	১টি			১টি
৩২		কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	বড়ঘোপ এলএলডি	১টি			১টি
৩৩	বরিশাল	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	মঠবাড়ীয়া এলএসডি	১টি			১টি
৩৪		হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ সদর এলএসডি		১টি	১টি	
৩৫			শায়েস্তাগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ এলএসডি	২টি		২টি	
৩৬			নোয়াপাড়া	নোয়াপাড়া এলএসডি	২টি		২টি	
৩৭			লাখাই	লাখাই এলএসডি		১টি	১টি	
৩৮			আজমিরীগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি	
৩৯	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক	ছাতক এলএসডি	১টি		১টি	
৪০			দোয়ারাবাজার	দোয়ারা বাজার এলএসডি	১টি		১টি	
৪১			সাচনা	সাচনা এলএসডি	১টি		১টি	
৪২			মধ্যনগর	মধ্যনগর এলএসডি	১টি		১টি	
৪৩			দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ		০১টি		১টি
			সর্বমোট =		২৮টি	১৯টি	৩৬টি	১১টি

*** ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০শে জুন,২০২১ পর্যন্ত ৩৩৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার ৪৭টি (১০০০ মে:টনের ২০টি এবং ৫০০ মে:টনের ২৭টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি (১০০০ মে:টনের ১৬টি এবং ৫০০ মে:টনের ২০টি) হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি (১০০০ মে:টনের ৪টি এবং ৫০০ মে:টনের ০৭টি) হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।

চিত্রঃ- নবনির্মিত ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার লাখাই খাদ্য গুদাম (হবিগঞ্জ)।

(২) Modern Food Storage Facilities Project:

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পটি মোট ৩৫৬৮.৯৪ কোটি (জিওবি ৬৫.০০ কোটি + IDA Credit ৩৪৯৯.৯৪ কোটি + উপকারভোগী কর্তৃক প্রদত্ত ৪০.০০ কোটি) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মে.টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মে.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মে.টন) সাইটের প্রতিটিতে ১টি করে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৭৩.৮%। এছাড়া, বরিশালে ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১টি স্টিল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে গত ২৪/০৬/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে । নারায়ণগঞ্জে ৪৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সাইলো স্থাপনের লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাব ০৪/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে। চট্টগ্রাম সাইলো এবং খুলনার মহেশ্বরপাশা সাইলোর গৃহীত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ- মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক আশুগঞ্জে আধুনিক স্টিল সাইলোর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।

চিত্রঃ- মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ময়মনসিংহে আধুনিক স্টিল সাইলোর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিতরণকৃত সাইলোসমূহ উপকারভোগীগণ ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online Food Stock and Market Monitoring System প্রবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্থাপনায় ১৬৭৪টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ICT যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার সিস্টেম স্থাপন করার জন্য ICT Software development, Networking, Connectivity, Training, DC (Data Center) & DR (Data Recovery) স্থাপনের নিমিত্ত গত ২৪/০৬/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসের প্রতিটিতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৬%। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%।

(৩) **সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:** সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৫৫.৫২৯৭ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মে টন. ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৪,০৫,৫০০ মে.টন ধারনক্ষমতার ৩৬৪টি খাদ্য গুদাম/সাইলো (৫০০ মে.টনের ৩১১টি ও ১০০০ মে.টনের ৫০টি খাদ্য গুদাম, ৫০ হাজার মে.টনের ০২টি ও ১ লক্ষ মে.টনের ০১টি সাইলো), ১৯৪টি আবাসিক ভবন, ১৪১টি অনাবাসিক ভবন, ৫৯,৩৭৯.৩৬ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ১,০৫,৭৬৩.৭৪ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, ১১টি আবাসিক ভবন, ১৫টি অনাবাসিক ভবন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ২১১টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত) প্রকল্পের আওতায় ২,৮৭,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ১৬৬টি খাদ্য গুদাম/সাইলো (৫০০ মে.টনের ১৫২টি ও ১০০০ মে.টনের ১১টি খাদ্য গুদাম, ৫০ হাজার মে.টনের ০২টি ও ১ লক্ষ মে.টনের ০১টি সাইলো), ৮৬টি আবাসিক ভবন, ৫৬টি অনাবাসিক ভবন, ৩২,৫৭৫ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৫০,১৬৪ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, ১১টি আবাসিক ভবন, ১৫টি অনাবাসিক ভবন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ২১১টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ সিএসডিতে নবনির্মিত দ্বিতল অফিস বিল্ডিং (৮১০০ বর্গফুট) গত ০৪/০৬/২০২১ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭২%।

চিত্রঃ- মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ময়মনসিংহে নবনির্মিত দ্বিতল অফিস ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

চিত্রঃ- মেরামত কাজ সম্পন্ন করার পর চট্টগ্রাম সাইলো।

চিত্রঃ- খাদ্য গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন করার পর ঝালকাঠি গ্রেড-১ এলএসডি ।

(৪) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ:
দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে **"খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ** (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৭৬.২৯৭২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ০১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ০২ জন আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ সম্পন্নসহ ০১টি মাইক্রোবাস (ভাড়ায়) সংগ্রহ ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিমিক্স কার্নেল প্রোডাকশন মেশিন ক্রয় এবং স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে নির্মিতব্য ল্যাবরেটরীর জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৩/০৬/২০২১ তারিখে Notification of Award (NoA) প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ০৪টি প্যাকেজের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ০১টি কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন, ৪০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ০১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম), ০৩ তলা বিশিষ্ট ০১টি অফিস কাম-ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ এবং ০১টি ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত গত ২৪/০৬/২০২১ তারিখে ই-জিপি'তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০%।

(৫) দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ:
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণ ক্ষমতার কম/বেশী ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৮.৪৭৯০ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আওতায় ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো তৈরি ও বিতরণের লক্ষ্যে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে গত ২২/০৩/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাইলোসমূহ উপকারভোগীদের মধ্যে সরবরাহ ও বিতরণের নিমিত্ত উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং চুক্তির শর্ত অনুয়ায়ী সাইলো সরবরাহের পূর্বে বুয়েট (BUET) এ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। এ লক্ষ্যে উক্ত সাইলো নমুনা পরীক্ষণের জন্য বুয়েট এ প্রেরণ করা হয়েছে। বুয়েট হতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাইলোসমূহ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনপূর্বক উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

চিত্রঃ-পারিবারিক সাইলো

এছাড়া, ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো দেশের দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য মোট ২৩টি জেলার (৫৫টি উপজেলা) মধ্যে হতে ২১টি জেলার উপকারভোগীদের তালিকা মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি জেলার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৬) নতুন অনুমোদিত প্রকল্প:

(ক) "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্পটি মোট ৮৮.০৫৯৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০১/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)" শীর্ষক প্রকল্প: কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৪০০ ২১৭৮.কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ করা হবে। এর ফলে সরকারি পর্যায়ে ১.৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প: Food and Nutrition Security Program for Bangladesh

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা (USAID, DFID) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Food and Nutrition Security Program for Bangladesh 2015" শীর্ষক কারিগরি প্রোগ্রামের আওতায় ৩টি Component রয়েছে [Component-1 (MUCH), Component-2 (*SUCHANA)* এবং Component-3 (Call for Proposal)]। উক্ত প্রোগ্রামের **Component-1** *(Improved national Food and Nutrition Security Policy framework, including institutional capacities for a multi-sectoral approach*) এর আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত পলিসি প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় Country Investment Plan (2016-2020) for Nutrition Sensitive Food Systems প্রণয়ন এবং জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মনিটরিং করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির Draft Plan of Action (PoA) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা সম্পর্কিত ৭টি গবেষণা কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। **Component-2** (Incidence of stunting reduced amongst children in two districts of Sylhet Division-SUCHANA) এর আওতায় সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় *stunting (খর্বতা) reduce* এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান DFID ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগী ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসেবে কাজ করছে।

এছাড়া, **Component-3** (Innovative, resilient and scalable nutrition governance pro-poor models locally implemented and validated within the framework of the Government's policies-CfP) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, জামালপুর ও শেরপুর) এবং উপকূলীয় বাগেরহাট স্থানীয় পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির মান উন্নয়নের সরাসরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন INGO/NGO এর মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন নারী, শিশু-কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, উঠান বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে সক্ষমতা/সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, পুষ্টিকর শাক-সব্জি, ফলমূল এবং মৎস্য উৎপাদনের জন্য সীমিত পর্যায়ে ইনপুট (Seeds, Chicks, Fingerlings) সরাসরি উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

❖ **নতুন উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ:**

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখাসহ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে/অঞ্চলভিত্তিক খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য দেশের কৌশলগত বিভিন্ন লোকেশনে মোট ১.৩২ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৯০টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ করে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের কৌশলগত ৬টি লোকেশনে ধান শুকানোর ব্যবস্থাসহ আধুনিক রাইস মিল নির্মাণের নিমিত্ত Public Private Partnership পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

সারণী ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
০১।	মহাপরিচালক	১
০২।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	১
০৩।	আইন উপদেষ্টা	১
০৪।	পরিচালক	৭
০৫।	প্রধান মিলার	১
০৬।	অতিরিক্ত পরিচালক	৮
০৭।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	১
০৮।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৬
০৯।	সাইলো অধীক্ষক	৬
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরি)/সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক	১০২
১১।	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬
১২।	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৩।	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার	২৪
১৪।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১৫।	প্রোগ্রামার	১
১৬।	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
১৭।	রসায়নবিদ	১
১৮।	সহকারী রসায়নবিদ	৮
১৯।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৩৭
২০।	আরএমই	৬
২১।	২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	১,৭৫৭
২২।	৩য় শ্রেণী (গ্রেড-১১-১৬)	৫,৪১৬

২৩।	৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৬-২০)	৫,৬১০
	মোট জনবল	১৩,৬৭৫

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ❖ জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- ❖ আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- ❖ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা সৃজন করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- ❖ মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস);
- ❖ কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- ❖ কৃষক এবং ভোক্তাবান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- ❖ কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- ❖ খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলায় সফল ব্যবস্থাপনা;
- ❖ দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- ❖ খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- ❖ লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- ❖ পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- ❖ দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- ❖ জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬ এর কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- ❖ নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- ❖ নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- ❖ খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- ❖ দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- ❖ খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- ❖ রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্যশস্যের বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- ❖ খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ❖ গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্যের মজুদ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- ❖ খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ এবং খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- ❖ উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উৎসাহ মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৩.১ প্রশাসন বিভাগঃ

৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৬৯২টি পদের মঞ্জুরি রয়েছে। যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,৪৬৮ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো:

খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যছকঃ-

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৬	৯৬	১৪০
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৬৪	৪৮৪	১৮০
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৬০	১০৯৮	৬৬২
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪২২	২৩১৬	৩১০৬
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১০	৩৪৭৪	২১৩৬
মোট=	১৩৬৯২	৭৪৬৮	৬২২৪

লেখচিত্র ১:

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩৭তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (১ম শ্রেণি) পদে ০১ জনকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৩৬তম বিসিএস ও ৩৭ তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) পদে ৫৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৩৮তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক পদে ৯২ জন ও সুপারভাইজার পদে ১৫ জনকে সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও নন-গেজেটেড ৩য় শ্রেণির পদে আরো ৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৩৮তম, ৪১ তম ও ৪২ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক)
৩৮ তম বি.সি.এস	-	-	১৬
৪১ তম বি.সি.এস	৬টি	২টি	-
৪৩ তম বি.সি.এস	৩টি	৪টি	
৪৪ তম বি.সি.এস	১	-	
মোট=	১০ টি	৬ টি	১৬

এছাড়া আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী ৫টি, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা ০৩ টি, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০১ টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (স্থপতি) ০১টি, সহকারী রসায়নবিদ ০১টি শূন্যপদের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণী ২৭টি সহ মোট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩য় শ্রেণির পদে ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ২৯৯ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য ছকঃ

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি/পদায়ন দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি/পদায়ন প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	৫
২.	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	সাইলো অধীক্ষক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১
৩.	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ২২,০০০-৫৩,০৬০	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২
৪.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	তত্ত্বাবধায়ক বেতনস্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০/-	১
৫.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	নির্বাহী প্রকৌশলী বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ /-	২
৬.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৯,৮৫০/-	২
৭.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২২
৮.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০/-	২
৯.	সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	উপখাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-	১৩০
১০.	সাইলো অপারেটিভ/মিল অপারেটিভ বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	সহকারী অপারেটর/স্টেভেডর সরদার/সহকারী মিলরাইট/ভি-মেকানিক/মেকানিক/সমমান বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৭৮
১১.	অফিস সহায়ক বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৭৬
১২.	নিরাপত্তা প্রহরী বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ /-	১৫
	মোট		২৯৯

এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ; অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ এবং পরিচালক পদসমূহকে গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৩ এ উন্নীত করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদনও খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১৬/০৬/২০২১খ্রি. তারিখের ১২৬৫ নং স্মারকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তিন ক্যাটাগরি যথাঃ মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় প্রধান/আঞ্চলিক প্রধান, খাদ্য অধিদপ্তর তথা খাদ্য ভবনে কর্মরতদের গ্রেড ০১ হতে গ্রেড ১০ এবং গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারীগণের প্রত্যেক ক্যাটাগরি হতে একজন করে মোট (১+১+১)=৩ জন সরকারি কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা করা হয়েছে।

৩.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৮৮ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬ জনকে অব্যাহতি, ৪৭ জনকে লঘুদন্ড এবং ০২ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যছকঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা		
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত
১৪৬	২৬	৪৭	০২

৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা:

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর গ্রেড, সম্মানীভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমণ বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ অধিদপ্তরে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে অধিদপ্তরের ৩২ জন কর্মচারীর পিআরএল ও স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ৪৪ জন কর্মকর্তার পিআরএল মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ৩৬ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে ও ৮৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
এছাড়াও ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৪৬ জন কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, ২১টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর না দাবি সনদ প্রদান, ২৩ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৪৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানীভাতা প্রদান ও ০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে পিআরএল, পেনশন ও জিপিএফ মঞ্জুরির তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ছক:

পি আর এল মঞ্জুরি		পেনশন মঞ্জুরি		জিপিএফ মঞ্জুরি	উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরি
অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	১ম/২য়/৩য় অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত	
৩২ জন	৪৪ জন	৩৬ জন	৮৫ জন	১০৫ জন	৪৬ জন

৩.২ প্রশিক্ষণ বিভাগ

৩.২.১ বিভাগ পরিচিতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনী গঠন তথা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কানাডিয়ান সিডা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনের ২১ আগস্ট থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের যাত্রা শুরু। ২১/১২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০/০৬/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে প্রকল্প শেষ হয়ে যায়।

৩.২.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ক) সরকারি খাদ্য পরিকল্পনা, নীতিমালা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
খ) খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান;
গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তার আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
ঙ) তথ্য প্রযুক্তিসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান;
চ) খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও সেবার মান উন্নয়ন।

৩.২.৩ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ক) প্রশিক্ষণকালীন সময়ে লেকচার/ডিসকাশন মেথডের মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান দান;
খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে কারিগরি জ্ঞান প্রদান;
গ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান;
ঘ) কম্পিউটার ল্যাবে মৌলিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;

বর্তমানে নিম্নোক্ত ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ বছর ভিত্তিক রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণপূর্বক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১ (এক) টি
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই) টি
৩	ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই) টি
৪	ট্রেনিং অফিসার	২ (দুই) টি
৫	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১ (এক) টি
৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১ (এক) টি
৭	অফিস সহায়ক	৩ (তিন) টি
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	১ (এক) টি
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১ (এক) টি

৩.২.৪ বিভাগের কর্মকান্ড

সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে আগামীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে অত্র বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, ডরমেটরি আরও অধিকতর আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ সুসজ্জিত করা হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ সৃষ্টির পর হতে অত্র বিভাগ বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য শ্রেণির

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। **২০২০-২১ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ**

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) ৪টি ব্যাচে (২৩+২২+২২+২৩)	৯০ (নব্বই) জন
২	গ্রেড ১১-১৬ ভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) ৩টি ব্যাচে (২৫+২৪+২৩)	৭২ (বাহাত্তর) জন
৩	গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training)	২৫ (পঁচিশ) জন
৪	১ম শ্রেনির (নন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training)	২৮(আটাশ) জন
৫	৩৮ তম বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার এর নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের Orientation Training এবং On the job Training কোর্স ২টি ব্যাচে (৫+৫)	১০(দশ) জন
৬	খাদ্য অধিদপ্তরে নিয়োজিত গাড়িচালকদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) কোর্স, ২০২১(১ম ও ২য় ব্যাচ) ২টি ব্যাচে (২৫+২০)	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন
৭	"সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ ও ই-নথির ব্যবহার" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) কোর্স ২০২১ এ ৪টি ব্যাচে (২৫+২৪+২০+২১)	৯০ (নব্বই) জন
৮	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং APAMS সফটওয়্যার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ,২০২১ ২টি ব্যাচে (২৮+১০৫)	১৩৩(একশত তেত্রিশ) জন
৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ে দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ, ৩টি ব্যাচে (৮৫+৭৮+৮৫)	২৪৮(দুইশত আটচল্লিশ) জন
১০	অনলাইনে সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩ টি ব্যাচে (৮৮+৯৭+৭১) ।	২৫৬ (দুইশত ছাপ্পান্ন) জন
১১	অনলাইনে শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩টি ব্যাচে (৭৯+৮৬+৭৯)	২৪৪(দুইশত চুয়াল্লিশ) জন
১২	"ই-নথি, মাইক্রোসফট অফিস এবং তথ্য প্রযুক্তি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ,২০২১ এ ২টি ব্যাচে (২০+১৯)	৩৯ (উনচল্লিশ) জন
১৩	"Movement programming software" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯জন
১৪	অনলাইনে "সুশাসন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯১জন
সর্বমোট =		১৩৯০ (এক হাজার তিনশত নব্বই) জন

প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কোর্সে খাদ্য বিভাগের ১৩৯০ (এক হাজার তিনশত নব্বই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফলাইন ও অনলাইনে ৯৫৬৮ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বিটাক ইত্যাদি) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়াও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) টি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**
২০১৯-২০	৮০৭ জন
২০১৮-১৯	৭২১ জন
২০১৭-১৮	৫৯৬ জন
২০১৬-১৭	৬৮১ জন
২০১৫-১৬	৬৫৯ জন

প্রশিক্ষণ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বক্তাগণ পাঠদান করেন।

৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহঃ

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ;

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক প্রতি কেজি ২৬/- দরে ২,০০,০০০ মে.টন ধান, ৩৬/- টাকা কেজি দরে ৬,০০,০০০ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৩৫/- কেজি দরে ৫০,০০০ মে.টন আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে আরো অতিরিক্ত ৭৭৩০ মে.টন ধানের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায়। এতে ধানের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২,০৭,৭৩০ মে.টন। সর্বসাকুল্যে আমন ২০২০-২০২১ মৌসুমে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা দাড়ায় ৭,৮৮,০৫৪ লাখ মে.টন। নির্ধারিত সংগ্রহের মেয়াদ ১৫ই মার্চ, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১২,৩৪২ মে.টন ধান, ৭০,১৩৬ মে.টন সিদ্ধ চাল, ৪৮৬৩ মে.টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে যা মোট চালের আকারে ৮৩,২০২ মে.টন হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি গমের মূল্য ২৮/- টাকা নির্ধারণপূর্বক ১,০০,০০০ মে.টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। গম সংগ্রহের নির্ধারিত মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১,০৩,২১২ মে.টন গম সংগৃহীত হয়।

গত ২২/০৪/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত এফপিএমসির সভায় ২০২১ সালের বোরো মৌসুমে (২৮/০৪/২০২১ থেকে ১৬/০৮/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত) প্রতি কেজি ২৭/- টাকা মূল্যে ৬.৫০ লাখ মে.টন ধান, প্রতি কেজি ৪০/- টাকা মূল্যে ১০.০০ লাখ মে.টন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৯/- টাকা মূল্যে ১.০০ লাখ মে.টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩১/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের ১০৯নং স্মারকে ৫টি বিভাগে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) অতিরিক্ত আরো ১,৩৫,০০০ মে.টন সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়। এতে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ১১,৩৫,০০০ মে.টন। ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২,৫৭,৩০৯ মে.টন ধান, ৫,৭৫,৩৩৫ মে.টন সিদ্ধ চাল, ৪৭,২১৬ মে.টন আতপ চাল যা চালের আকারে ৭,৮৯,৮০২ মে.টন সংগৃহীত হয়।

৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি;

২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব সম্পদে বৈদেশিক উৎস হতে ১২.০০ লাখ মে.টন চাল এবং ৫.৬৬ লাখ মে.টন গম আমদানির সংস্থান রাখা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১.৫০ লাখ (জি টু জি-৬.৫০ ও দরপত্র-৫.০০) মে.টন চাল আমদানির এলসি খোলা হয়। ৫.৬৬ লাখ মে.টন গম এর বিপরীতে ২.৫০ লাখ মে.টন গমের এলসি খোলা হয়। অবশিষ্ট পরিমাণ বিগত অর্থ বছরে (২০১৯-২০২০ অর্থবছর) চুক্তি করা গম ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা চাল আমদানি খাতে ১১.৫০ লাখ মে.টনের বিপরীতে ৫,৭২,৮৯২ মে.টন চাল এবং গম আমদানি খাতে ৫.৬৬ লাখ মে.টনের বিপরীতে ৪,৭৮,৭০২ মে.টন গম প্রাপ্ত হয়েছে।

৪.২ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ;

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম চাহিদা। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ'' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯ সালের ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২ সালের ৯৬ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দু'টি বিভাগকে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি স্বতন্ত্র ও জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

৪.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস;

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

৪.২.১.১ আর্থিক খাতঃ

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, আনসার, জেলখানা, মুক্তিযোদ্ধা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

৪.২.১.১.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি হিসাবে দেশের পল্লি অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল) প্রতিমাসে ৩০ কেজি হারে প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে মে/২০২০ মাসে অতিরিক্ত ১ মাসসহ মোট ৬ মাস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণ করা হয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.৪২ লাখ মে.টন চাল বিতরণ হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩.৪১ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে খাদ্য অধিদপ্তর মনে করে।

৪.২.১.১.২ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস):

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা সদরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওএমএস কার্যক্রমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,৬৫৩ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে এবং বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে ৬৮,৩৮২ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২০-২১ অর্থবছরে ওএমএস খাতে ১,২৭,৫৮৬ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ২.৩২ লাখ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে (৩.০১ লাখ মে.টন গমের বিপরীতে)।

৪.২.১.১.৩ প্যাকেট আটা বিক্রয়:

পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত ১ কেজির প্যাকেট আটা গত ০৮.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। জুন/২০২১ পর্যন্ত পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত (৫৫,৩৬০ টি প্যাকেট) ৫৫.৩৬০ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরের মতিঝিল ও আজিমপুরে ২টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত বেসরকারি ময়দা মিলের (১,২৩,৫০০ টি প্যাকেট) ২৪৭ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

৪.২.১.১.৪ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ :

বাংলাদেশ চা-সংসদের আওতাভুক্ত ১০৩টি চা-বাগানে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯,৬৮৩ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে ২২ হাজার মে.টন গমের বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪.২.১.২ অ-আর্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized):

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভুক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র্য মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয়বর্ধক, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ বিষয়ক তথ্য ছকঃ

হিসাব: মে.টনে

খাতসমূহ		সংশোধিত বাজেট			০১ জুলাই'২০ হতে ৩০ জুন'২১ পর্যন্ত মোট বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরী (ইপি)	২২১,৬০৫	১৩৬,০৯৫	৩৫৭,৭০০	২১৬,৭২৩	১৩৩,৪৩৩	৩৫০,১৫৬
	অন্যান্য জরুরী (ওপি)	১৭,৫১৬	২,৫০৩	২০,০১৯	১৬,৪৭৬	২,৭৯০	১৯,২৬৭
	এলইআই	০	২১,০৮০	২১,০৮০	০	১৯,৬৮৮	১৯,৬৮৮
	ওএমএস	১৫০,০০০	৩৬০,০০০	৫১০,০০০	১২৭,৫৮৬	৩০১,৪২৬	৪২৯,০১২
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৭৬০,০০০	০	৭৬০,০০০	৭৪২,০০০	০	৭৪২,০০০
উপ-মোট =		**১,১৪৯,১২১**	**৫১৯,৬৭৮**	**১,৬৬৮,৭৯৯**	**১,১০২,৭৮৬**	**৪৫৭,৩৩৭**	**১,৫৬০,১২২**
অর্থিক খাত	কাবিখা (ভূমি মন্ত্রণালয়-গুচ্ছগ্রাম)	৩৪,৫০০	০	৩৪,৫০০	০	০	০
	কাবিখা (আশ্রায়ন-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)	০	৩০,০০০	৩০,০০০	০	২৭,৯২৮	২৭,৯২৮
	ভিজিডি	৩৭৫,৮৪৮	০	৩৭৫,৮৪৮	৩৭৪,৩৭২	০	৩৭৪,৩৭২
	জিআর	৫২,১৩৫	০	৫২,১৩৫	৪৭,৩৯৭	০	৪৭,৩৯৭
	ভিজিএফ (ত্রাণ মন্ত্রণালয়) *	১০৫,৩৬৮	০	১০৫,৩৬৮	১০০,৫০৮	৪,৯১৮	১০৫,৪২৭
	ভিজিএফ (মৎস্য)	৯৬,৮৫৭	০	৯৬,৮৫৭	৯৬,২০৯	০	৯৬,২০৯
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (টিআর)	৪৮,০০০	৩০,০০০	৭৮,০০০	৪৭,৯৫০	৩০,০০০	৭৭,৯৪৮
উপ-মোট =		**৭১২,৭০৮**	**৬০,০০০**	**৭৭২,৭০৮**	**৬৬৬,৪৩৭**	**৬২,৮৪৬**	**৭২৯,২৮১**
মোট =		**১,৮৬১,৮২৯**	**৫৭৯,৬৭৮**	**২,৪৪১,৫০৭**	**১,৭৬৯,২২২**	**৫২০,১৮২**	**২,২৮৯,৪০৫**

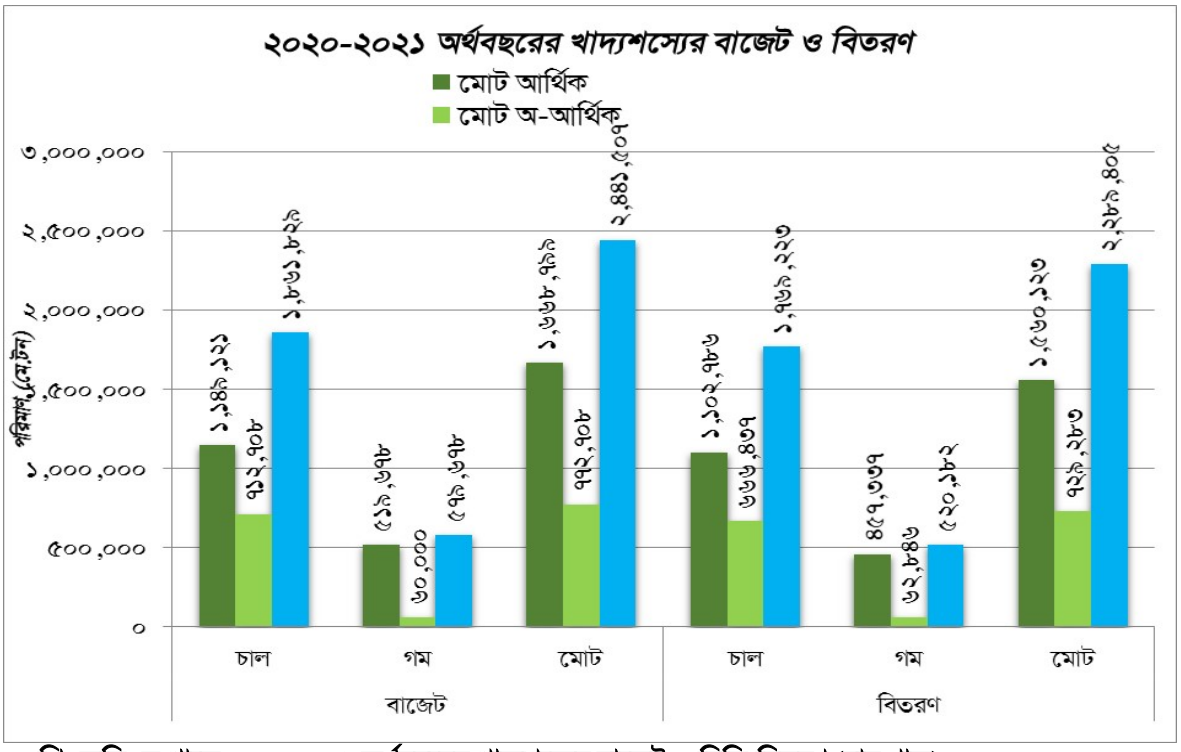

পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)

৪.২.১.৩ পুষ্টিচাল বিতরণঃ

এসডিজি এর ১৭টি লক্ষ্য বা গোলের মধ্যে ২ নম্বর লক্ষ্য SDG-2 (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target ২.১, ২.২) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (SDG) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব (A Zero Hunger World By 2030.) 'নো পোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অরক্ষিত (Vulnerable) অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের বামনতা ও ওজন স্বল্পতা হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও দেশের জনসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের জন্য বলা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি$_{১}$, বি$_{১২}$, ফলিক এসিড, আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.২.১.২.১ মুজিব বর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে (মুজিব বর্ষে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩১/০৩/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত উভয় কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪.২.১.২.২ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে (মার্চ/২০২১ পরবর্তী সময়ে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন আরও ৫০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে

পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৫০টি স্থলে ১২২ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচন করা সম্ভব হওয়ায় বর্তমানে ১২২টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ২৮টি উপজেলার মিশ্রণ মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ৩২৩.০১৩ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ৩২,৩০১.৩০০ (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) মে.টন।

অপরদিকে, ২০২১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি খাতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৭০টি উপজেলার স্থলে ১৪০ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমানে ১৪০ টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩০ টি উপজেলার মিশ্রণ মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে ভিজিডি কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ভিজিডি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১১৯.৯৬৫ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১১,৯৯৬.৫০০ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে)।

৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের কার্যক্রমঃ

৪.৩.১ সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা বিষয়ক তথ্যছকঃ

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকর ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৫৯৭	৩৮	৬৩৫	১৩১২২১৫	১২৩১৮৫০
২	সিএসডি	১২	০	১২	৫৩৬১০৪	৪৯০১৫২
৩	সাইলো	০৫	১	৬	২৭৫৮০০	২৭৫০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	০১	০	১	১০০০০	১০০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	০১	০	১	২৫০০০	১৫০০০
	মোট =	৬১৬	৩৯	৬৫৫	২১৫৯১১৯	২০২২০০২

৪.৩.২ খাদ্যশস্য পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যাঃ

খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য সারাদেশে মোট ২৪৯৩ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহন ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহন ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যা বিষয়ক তথ্যছকঃ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (সিআরটিসি)	৫৯৬
	রেলওয়ে পরিবহন ঠিকাদার	০৩
	মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম	০৮
	মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা	২১
	ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)	৮০
	ডিবিসিসি, ঢাকা	৫৪
বিভাগীয়	ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা)	১১০
	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম)	৪৬৯

	রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী)	৪০3
	খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা)	২৬৭
	বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল)	০৩
জেলা	অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (আইআরটিসি)	৪১8
	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ঠিকাদার (আইবিসিসি)	৬১
	মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =	২৪৯৩

৪.৩.৩ খাদ্যশস্য পরিবহন :

কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহন বিষয়ক তথ্যছকঃ

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	২২০৩০	৬৮৩৭০৫	১৭৬৭৯৫	৮৮২৫৩০
গম (মে.টন)	৮৪২৯৬	২৬২৪৫৩	২৭৬০৫৫	৬২২৮০৪
মোট (মে.টন)	১০৬৩২৬	৯৪৬১৫৮	৪৫২৮৫০	১৫০৫৩৩৪
পরিবহনের হার	**০৭.০৬%**	**৬২.৮৬%**	**৩০.০৮%**	**১০০%**

৪.৩.৪ বৈদেশিক সূত্র হতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের তথ্যছকঃ

ক্রঃনং	**বন্দরের নাম**	**খালাসকৃত পণ্য**		**মোট (মে.টন)**
		চাল (মে.টন)	**গম (মে.টন)**	
০১	**চট্টগ্রাম**	**৩,৭৮,৭৩১.৬৩৯**	**৩,৫২,২৩৩.৫১৯**	**৭,৩০,৯৬৫.১৫৮**
০২	**মোংলা**	**১,৮১,৬২২.৩২২**	**১,২৬,৪৬৯.২৯২**	**৩,০৮,০৯১.৬১৪**
মোট=		**৫,৬০,৩৫৩.৯৬১**	**৪,৭৮,৭০২.৮১১**	**১০,৩৯,০৫৬.৭৭২**

মোট আমদানিকৃত চালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৬৭.৫৯ % ও মোংলা বন্দরে ৩২.৪১ % এবং গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৩.৫৮ % ও মোংলা বন্দরে ২৬.৪২ % খালাস হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের ৭০.৩৫ % চট্টগ্রাম বন্দরে ও ২৯.৬৫ % মোংলা বন্দরে খালাস হয়েছে।

৪.৩.৫ খাদ্যশস্য মজুদ :

০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখের খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল সর্বমোট ১১,১৯,৬০৯ মে.টন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল ১৪,৪৭,৭৯০ মে.টন (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশত নব্বই)। যার মধ্যে চাল ১০,১৮,২৯১ মে.টন, গম ২,৯৪,৩১০ মে.টন, ধান ১,৩৫,১৮৯ মে.টন (চাল আকারে) এবং সর্বনিম্ন মজুদ ছিল ৪,৭৮,০৭৪ মে.টন (চার লাখ আটাত্তর হাজার চুয়াত্তর)। যার মধ্যে চাল ৩,৯৩,৪৯২ মে.টন ও গম ৮৩,০৩০ মে.টন এবং ধান ১,৫৫২ মে.টন (চাল আকারে)।

২০২১-২১ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ বিষয়ক তথ্য ছকঃ

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান (চাল আকারে)	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই/২০	৯,৪৩,৯৭৭	২,৪৩,০১৩	৬২,৭০৭	১২,৪৯,৬৯৭
আগস্ট/২০	১০৫৭০৮৫	২৩৪৪৭১	৫৫৯০৯	১৩৪৭৪৬৫
সেপ্টেম্বর/২০	২৯৯৬৮	৯৬৬৮৫৭	৩১০৪৯৩	১৩০৭৩১৮
অক্টোবর/২০	৭৫৮৪২২	২৮০১৭৩	৮০৮৯	১০৪৬৬৮৪
নভেম্বর/২০	৫৪৮৭১৬	২৪১২১১	১৯৮১	৭৯১৯০৮
ডিসেম্বর/২০	৫২৯৬৮৫	১৯৫৩৮৭	৫৫৯	৭২৫৬৩১
জানুয়ারি/২১	৫১৯০৬১	১৪৬৭৮৫	৪০৭০	৬৬৯৯১৬
ফেব্রুয়ারি/২১	৫২১০৪৪	১০৩৬১১	৩৯৯৯	৬২৮৬৫৩

মার্চ/২১	৩৯৩৪৯২	৮৩০৩০	১৫৫২	৪৭৮০৭৪
এপ্রিল/২১	২৮০৮৪৯	২৩৬৯৪৮	২৭৫	৫১৮০৭২
মে/২১	৫৭০৮৮১	২৯৫২৩৭	৬৮০৩৩	৯৩৪১৫০
জুন/২১	১০১৮২৯১	২৯৪৩১০	১৩৫১৮৯	১৪৪৭৭৯০

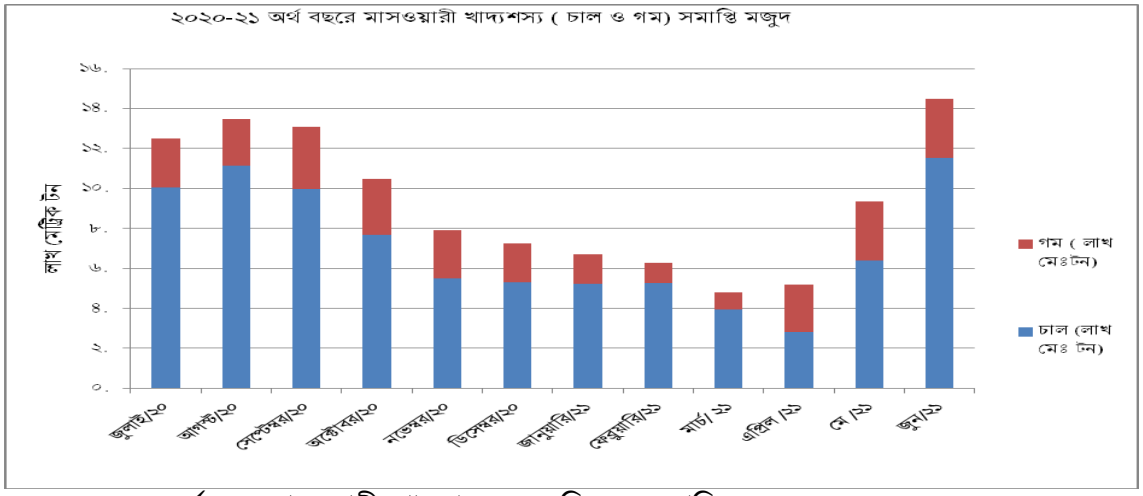

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্য মজুদ বিষয়ক লেখচিত্র ।

৪.৩.৬ গুদাম ভাড়া প্রদানঃ

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), প্রত্যাশা বাংলাদেশ, WFP, ACF, TCB সহ মোট ০৭(সাত)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট রাজস্ব অর্জন-১,৫১,৫৫,১৫৮.৭৮ (এক কোটি একান্ন লাখ পঞ্চান্ন হাজার একশত আটান্ন টাকা আটাত্তর পয়সা) টাকা।

বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্যছক:

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা (টি)	ধারণক্ষমতা (মে. টন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০৫	৪৫০০
জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার)	০৩	৩০০০
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	**০২**	২০০০
প্রত্যাশা বাংলাদেশ	০১	৫০০
WFP	০৮	৭০০০
ACF	০১	১,০০০
TCB	০৭	৪০০০
মোট=	২৭	**২২,০০০**

৪.৩.৭ রেল সাইডিং মেরামতঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম খাতে বরাদ্দকৃত স্থাপনাসমূহ:

ক্রঃনং	সংস্থাপণের নাম	কাজের ধরণ	বাজেটের পরিমাণ (টাকা)
০১	তেজগাঁও সিএসডি, ঢাকা	রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য	৮,৫৫,০০,৪১৯.০৯
০২	মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা		৬,৬৭,৬২,৭৩৮.৫৪
		মোট=	১৫,২২,৬৩,১৫৭.৬৩
কথায়ঃ পনেরো কোটি বাইশ লাখ তেষট্টি হাজার একশত সাতান্ন টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র			

৪.৩.৮ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারিঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির জন্য একটি Software প্রস্তুত করা করেছে। উক্ত *Least Cost Route Programming and Stock in Transit* সফটওয়্যারের এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারির পাইলটিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ৬৬৬টি দপ্তরের মধ্যে ৫৩৯টি দপ্তরে এ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। সকল দপ্তরে এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে শতভাগ পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে।

৪.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ১১৭০টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১৬৬২টি সহ সর্বমোট ২৮৩২টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

হাইগ্রো মিটার ক্রয়ঃ

খাদ্যশস্যের গুণগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর নিকট হতে ১,০০০ (এক হাজার) টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Hygro Meter) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত Hygro Meter ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সিএসডি ও এলএসডিতে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) পিস গ্যাসপ্রুফ শীট (জিপি শীট) সরবরাহের জন্য মেসার্স আল মদিনা ট্রেডার্স এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৬/০২/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১০০০ পিস জিপি শীট তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ করা হয়েছে। জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ৯৬৫ পিস জিপি শীট মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫ পিস জিপি শীট তেজগাঁও সিএসডিতে সংরক্ষিত আছে।

আনলোডার ক্রয়ঃ

মোংলা সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader ক্রয় এবং আশুগঞ্জ সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Stationary Type Pneumatic Ship Unloader ক্রয় ও বিদ্যমান কনভেয়িং সিস্টেম Modification/Rehabilitation করার জন্য জেটি হতে হপার স্কেল পর্যন্ত কনভেয়ার ব্রীজ স্থাপন কাজটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/০৬/২০২১ তারিখ Vigan Engineering, S.A, Rue de I'Industric 16, B-1400 Nivelles, E.C.Belgium এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম ও মোংলা সাইলোতে স্থাপিত Pneumatic Ship Unloader এর বিভিন্ন প্রকার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, নিউমেটিক ও হাইড্রলিক) Spares parts ক্রয়/সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২(দুই) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক নিয়মিত সার্ভিসিং করার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আনলোডারের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।

কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২ মি.x১ মি. সাইজের ২০,০০০ (বিশ হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরী ডানেজ প্রতি পিস ১০,১৩৬.২০ টাকা হিসেবে সর্বমোট ২০,২৭,২৪,০০০/- টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ০৩/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ১৫,৫৮৫ (পনের হাজার পাঁচশত পঁচাশি) পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়ঃ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলো, সিএসডি ও এলএসডি'তে ব্যবহারের জন্য ১০০০টি Digital Platform Scale (600 kg Capacity) এবং ১৮টি Digital Weigh Bridge Scale (60 MT Capacity) সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ-কে কার্যাদেশ প্রদানকৃত স্কেলসমূহ সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমঃ

নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদামসমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখা/বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত নতুন নির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) নতুন নির্মাণ কাজঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক ২২টি নতুন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। কার্যাদেশ প্রদানকৃত ২২টি কাজের মধ্যে ১০টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি কাজের গড় অগ্রগতি প্রায় ৭৬%।

(খ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৩৫টি কাজের মধ্যে ২২টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি কাজের গড় অগ্রগতি ৬৩%।

৫.০ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

৫.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তধীন ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে; যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ:

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলাধীন ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃটনের ১১৪টি) নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৯টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ৪৭টি গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প:

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩টি সাইলোর নির্মাণ কাজ চলমান আছে; জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত যার ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৩.৮%। অবশিষ্ট ৫টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

(৩) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:

'সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৩,২১,২৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫৫০টি গুদাম মেরামত, ১২টি অফিস, ৬টি বাসা, ১টি ডরমেটরি এবং ১টি রেস্ট হাউজ নতুন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯৮টি গুদাম মেরামত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুন/২০২১ পর্যন্ত ১৬৬টি গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ:

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন চ্যানেলে পুষ্টি চাল বিতরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্নেল উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, B_1, B_{12}, আয়রন, জিংক ও ফলিক এসিড) সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। ল্যাব ইকুপমেন্ট সরবরাহের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর অনুকূলে জুন/২০২১ মাসে NOA প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অফিস ভবন কাম-ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ভবন ও গুদাম নির্মাণের জন্য ২৪/০৬/২০২১ তারিখে ই-জিপি তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)।

(৫) দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ :

প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩.০০ লক্ষ হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রতিটি সাইলোতে দুর্যোগকালীন ৪০ কেজি ধান কিংবা ৫৬ কেজি চাল অথবা ৭০ লিটার খাবার পানি সংরক্ষণ করা যাবে। ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মধ্যে সকল সাইলো সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৫.২ নতুন অনুমোদিত প্রকল্পঃ

(১) দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পটি গত ০৮/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৫.২ প্রস্তবিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্পঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্পগুলো নিম্নরুপ;

(১) দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ সমন্বিত রাইস মিল নির্মাণঃ

কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং পলিশার, গ্রেডিং ও কালার সর্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন চাল উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, ফরিদপুর, নওগাঁ ও সিলেট জেলায় ৬টি রাইস মিল স্থাপন করা হবে। প্রতিটি স্থানে ২৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সাইলো নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্পটি Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Public Private Partnership Authority (PPPA) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

(২) দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পে আধুনিক সুবিধাদি (Automatic Airtight Godown Door, Exhaust Fan, Moisture Stabilizer, CC Camera) সংযোজনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।

৬.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

৬.১ বাজেট ব্যবস্থাপনাঃ

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা(Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৬.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ:

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো:

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ব্যয় বিষয়ক তথ্যছক;

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০২০-২১		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৫৮১,৫৪,০০	৫৪১,৪৬,৩১	৫৫০,১৪,৫৭
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	১৮০১৯,৭৪,৩৩	১৬৩৮২,১৯,৩৬	১৩০৬৫,৫৬,৪২
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয়:	১৮৬০১,২৮,৩৩	১৬৯২৩,৬৫,৬৭	১৩৬১৫,৭০,৯৯
উন্নয়ন ব্যয়	৫১১,২০,০০	৪০৫,৭৬,০০	২২৬,০৫,৬১
মোট-(অনুন্নয়ন+উন্নয়ন):	১৯১১২,৪৮,৩৩	১৭৩২৯,৪১,৬৭	১৩৮৪১,৭৬,৬০

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের অর্থ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য ছকঃ

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত প্রাপ্তি বাজেট ২০২০-২১	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০২০-২১
১	২	৩	৪
খাদ্য অধিদপ্তর	১৩২৬২,৯৫,৪৩	১০৫৬৮,৩৪,৪৩	১০০২১,০৫,৫২

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:

২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন বিষয়ক তথ্য ছক :

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি	০	৩৮৪০.০০	০	৩৬২৪.৪১
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	০.০২ (চাল-০.০১ গম-০.০১)	৬.৯১	০	০
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	১৫.৬৬ (চাল-১০.০০ গম-৫.৬৬)	৬০১১.৬৩	১০.৫২ (চাল-৫.৭৩ গম-৪.৭৯)	৩২৪২.৪৮
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৪.০১ (চাল-১৩.০১ গম-১.০০)	৫২৯৯.০৪	১৫.৫৩ (চাল-১৪.৫০ গম-১.০৩)	৫৩৩০.১৪
পরিচালন ব্যয়	০	১২২৪.৬২	০	৮৬৮.৫৩
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৫৪১.৪৬	০	৫৫০.১৫
মোট=	২৯.৬৯ (চাল-২৩.০২ গম-৬.৬৭)	১৬৯২৩.৬৬	২৬.০৫ (চাল-২০.২৩ গম-৫.৮২)	১৩৬১৫.৭১
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	১১.৪৯	১১৯৫.০০	১১.০৩	১১১৫.১৮
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৫.২০	৫৬৬.০০	৪.৫৭	৪৮৪.৫৯
কাবিখা (চাল)	০	০	০	০
কাবিখা (গম)	০.৩০	৯৪.৮১	০.২৮	৯৩.৯৭
ভিজিএফ/ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৭.১৩	৩৩১৭.০০	৬.৬৬	৩১৪৯.৫৫
ভিজিএফ/ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৪১	১২৮.০০	০.৩৫	১১৭.৬৩
ভর্তুকি	০	৫২২৯.০০	০	৫০২৫.৬৮
মোট	২৪.৫৩	১০৫২৯.৮১	২২.৮৯	৯৯৮৬.৬০

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬.২ নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

৬.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ খাদ্য অধিদপ্তরঃ

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

৬.২.১.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন;

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠমর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুপারিনটেনডেন্ট ১ (এক) জন ও ২(দুই) জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করার বিধান রয়েছে । কিন্তু ১১টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৩৭টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যছক :

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ। (কোটি টাকায়)
২০২০-২১	৬৪	০৭	১৭	৩২৪	৬৮৪	১৬.৫৪

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /২০) = ৪০১৭২ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৬৮৪	১০৯৯.২১ ১৬.৫৪	৪২৩	১১৬০	৪৯.৭৯	৩৯৬৯৬	১০৬৫.৯৬
মোট = ৪০৮৫৬	১১১৫.৭৫					

৬.২.১.২ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি;

রুপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। Audit Management Software এ ২১৩৭৫ টি আপত্তি আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

৬.২.৩ বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ;

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আনয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

২০২০-২০২১অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যছক:

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২০ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/২১ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৭৫১৫	৪৬৪৮.১৪	৫০৫	৭৮১.০৭	৪২	২৮.৪৬	১৭৯৭৮	৫৪০০.৭৫

৬.২.৩.১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে প্রায় আঠার হাজারে। এই প্রায় আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- □ দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি;
- □ ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি;
- □ মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন;
- □ প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- □ অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন।

৬.২.৩.২ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

দ্বি-পক্ষীয় সভা:

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন সতেরো হাজার নয়শত আটাত্তরটি আপত্তির মধ্যে ১৩,৭৬৬টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৮টি বিভাগে ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ অনুচ্ছেদভুক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

দ্বি-পক্ষীয় অনুষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণী সংক্রান্ত তথ্যছকঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	দ্বি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা	২০২০-২১ অর্থ বছরের সভা	২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি	২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি	২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	৩৫	০	৭৮০	০	৬৪৮	০

ত্রি-পক্ষীয় সভা:

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

দ্বি-পক্ষীয় অনুষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণী সংক্রান্ত তথ্যছক :

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা	২০২০-২১ অর্থ বছরের সভা	২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি	২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি	২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৩	১২	২৬৩	৩৯৪	২০২	২৬৫

৭.০ আইসিটি কার্যক্রমঃ

৭.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে যা বোরে'২০২০-২০২১ মৌসুমে ৩৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল, সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও জবাবদিহির আওতায় আনার নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সকল স্থাপনায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন; তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী জনবল গড়ে তোলা; খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর; দ্রুত সেবা প্রদান; দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি। ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বেক্সিমকো এলায়েন্সের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড ডট জিওভি ডট বিডি) জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৭.২ ইনোভেশন কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তর সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তথ্যছকঃ

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য	বাস্তবায়নকারী/ইনোভেটর
১	কৃষকের অ্যাপ।	বোরো'২০২০-২০২১ মৌসুমে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম মোট ২১০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
২	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান।	দেশব্যাপী রেপ্লিকেশন আদেশ জারি করা হয়েছে।	জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।	দেশব্যাপী রেপ্লিকেশন আদেশ জারি করা হয়েছে।	জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৪	চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়।	চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ই-সার্ভিসটি বোরো'২০২০-২০২১ মৌসুমে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম মোট ৩৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	মঞ্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫	অব্যবহৃত এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রূপান্তর। (Digitization of Analog Truck Scale)	সহজীকরণ আইডিয়াটি সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ি এলএসডিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ খান শিবলী, সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।
৬	ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা।	পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শেরপুর জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	জনাব মোঃ ফরহাদ খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,শেরপুর।

ইনোভেশন/সহজীকরণ চিত্র:

চিত্র কনভার্সন কার্যক্রমের প্রাথমিক অবস্থা

চিত্র ভূতপূর্ব এনালগ ট্রাকস্কেলের মেকানিক্যাল ডায়াল গেজ।

চিত্র ভূতপূর্ব এনালগ স্কেলের নাইফেস

চিত্র এনালগ স্কেলের যান্ত্রিক কাঠামো অপসারণ

চিত্র লোডসেল স্থাপন

চিত্র ডিজিটাল ট্রাকস্কেলের কম্পিউটার ও প্রিন্টার, কর্ম সম্পাদন শেষে ডিজিটাল ট্রাক্সকেল

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদানের নাম খাদ্য। জীবনের বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রতিরোধ ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা, মেধা-বুদ্ধির পরিস্ফুরণ, সৌন্দর্য, লাবণ্যতা, প্রশান্তি প্রভৃতির প্রধান নিয়ামক হল খাদ্য। বস্তুত খাদ্য জীবনের প্রধানতম অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক চাহিদা। বয়স ভেদে চাহিদার তারতম্য হলেও মাতৃজঠরে অবস্থান কালীন সময় থেকে শুরু করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য প্রয়োজন। ক্ষুধা নিবারণের প্রত্যাশায় মানুষ কর্ম করে আর ক্ষুধা নিবৃত্তি না হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে যায়। আমরা সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ জীবন চাই আর সেই সঙ্গে চাই শতায়ু, কিন্তু নিরাপদ খাদ্য হলো উক্ত বাসনা অর্জনের প্রধান নিয়ামক। খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে আমরা অভ্যাসগতভাবে এখনও যথেষ্ট উদাসীন। ভোক্তা সচেতন হলে খাদ্য নিরাপদ হতে বাধ্য কারণ উৎপাদনকারী তখন ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হবে। শৈশবে আমরা সুষম খাদ্য সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি কিন্তু খাদ্য সুষম হলেই যে নিরাপদ হবে তা কিন্তু নয়। কারণ খাদ্য নিরাপদ কিনা তা নির্ভর করে উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও রন্ধন প্রণালির উপর। সুস্থ সবল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য তথা উৎপাদনশীল উন্নত জাতির জন্য খাদ্য নিরাপদ ও সুষম হওয়া একান্ত আবশ্যক।

একটি সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে হলে আমাদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ অন্যান্য উচ্চমূল্য ফসল, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও আপামর জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তা এখনো অর্জিত হয়নি। নিরাপদ খাদ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করণের জন্য সরকার Pure Food Ordinance, 1959 রহিত করে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য এ রূপকল্প অর্জনের নিমিত্ত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে।

১.১ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ:

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন 'ধরিত্রী রূপান্তর: টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার (ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স) মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। জাতিসংঘের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় অভীষ্টসমূহ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ১৯২টি দেশ এসডিজিতে অনুস্বাক্ষর করেছেন। জনগণ, ধরিত্রী, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং অংশীদারিত্ব মূলত পাঁচটি ধারণার ওপর এসডিজি প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির মূলমন্ত্র হচ্ছে কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়, যেখানে উন্নয়নের মূলমন্ত্রই হবে টেকসই উন্নয়ন, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয় ১৭ টি উন্নয়ন অভিষ্ট আর ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা। আর এ ১৭ টি উন্নয়ন অভিষ্টের মধ্যে অভিষ্ট-৩, ৬, ১, ২ নিরাপদ খাদ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এছাড়া, অভিষ্ট ৯, ১২, ৮, ৫, ১০, ১৪, ১৫ ও ১১ সমূহ অর্জনে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা রয়েছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি এখন সর্বাগ্রে অবস্থান করে নিয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের নিরলস ভাবনা ও কর্মযজ্ঞ চলছে। পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত করতে ভূমিকা রাখার জন্য 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি' (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম) ২০২০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে। জাতিসংঘ ও এর খাদ্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংস্থাসমূহ বিশ্বকে দারিদ্র্যের পাশাপাশি ক্ষুধামুক্ত করার জন্য 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণ করেছে যা Sustainable Development Goals(SDGs) নামে পরিচিত। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের সবকটি দেশ ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা , নীতি গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করেছে। সাফল্যজনকভাবে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কৃষক, মাঠ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়-দপ্তর-সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে চলেছে। শুধুমাত্র অনিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে বিভিন্ন ধরণের জটিল ও কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। তাই বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের দাবি ক্রমশ: জোরালো হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার মুখ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। দূষিত পানি ব্যবহারে উৎপাদিত শস্য ও খাদ্যপণ্য হয়ে যাচ্ছে অনিরাপদ। এসকল বিষয়সমুহ বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার এসডিজি'র দুই বছর পূর্বেই নিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনকে সুনিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেন। এই আইনের সাফল্যকে আরো বেশি টেকসই ও বিস্তৃত করতে সরকার ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এ আইন অনুযায়ী 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ 'সফলভাবে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে কাজ করছে। সেইসাথে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত সকল ধরণের অংশীজনকে সচেতনতা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে।

২.১ রূপকল্প (Vision)

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞান সম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন চেইন পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবন মান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

২.৩ কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Objectives)

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর(২০১৭-২০২১)মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- **কৌশলগত লক্ষ্য ১:**

  নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ২:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সংগে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৩:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৪:**

  নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন, কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলনকরে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশনা প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৫:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সমর্থনে খাদ্যপরীক্ষাগারের পর্যাপ্তসক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্যপরীক্ষাগারনেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) উপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৬:**

  সর্বোচ্চ মানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা সহ একটি পথনকশা (রোড ম্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.১ কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা।

৩.২ সাধারণ দায়িত্বাবলী

ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তুএবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরনীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাপ্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়;

৩.৩ কর্তৃপক্ষ, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে:

ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণ, যথা:-

- খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;
- জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;
- খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;
- খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা;

ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদন্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন;

ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ;

ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

ণ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়ন করা।

৪.১ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে:

১। **নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ:** নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের ২০২০-২১ অর্থবছরের ২৪ জুন ২০২১ তারিখে ১ (এক) টি সভা সহ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। **কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি:** উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' গঠন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ১ টি সভা সহ এ পর্যন্ত কমিটির ৬ (ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। **বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি :** জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে **"**নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি**"** গঠন করা হয়েছে।

৪। **কারিগরী কমিটি/Technical working group:** নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৮ টি কারিগরী কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪.২ কারিগরি কমিটি / Technical working group সংক্রান্ত তথ্যাদি

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭ এর ধারা ০৩ এর (০২) মোতাবেক নিম্নোক্ত ০৮টি বিষয়ের কারিগরি কমিটি গঠন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু;

খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ;

গ) জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য;

ঘ) জৈবিক ঝুঁকি;

ঙ) খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু;

চ) মোড়ক পরিচিতি;

ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি; এবং

জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

কারিগরি কমিটি গঠন ও পুন: গঠন বিষয়ক সভায়" উপরোক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে ০৬টি বিষয়ের (ক-চ) কারিগরি কমিটি গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) এর সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক গঠন করা হয় এবং তা ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

অনুমোদিত কারিগরি কমিটি তে প্রতিটি কারিগরি কমিটি ০৭ থেকে ০৯ সদস্য নিয়ে গঠিত এবং কমিটির মেয়াদকাল ০৪ বছর। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিটি কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমিটির কার্যপরিধি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

৪.৩ কর্তৃপক্ষের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

নবগঠিত এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩৭১ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) ১০৩ জনের মধ্যে বর্তমানে ৯৩ জন, ৩য় শ্রেণির ১১৮ জন জনবলের মধ্যে ৬৩ জন কর্মরত আছে, এছাড়া আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ১২৩ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যারা কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য **কর্তৃপক্ষের বর্তমান জনবল বিষয়ক তথ্যছকঃ**

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	চেয়ারম্যান	১	১	-
২	সদস্য	৪	৪	-
৩	পরিচালক	৪	৪	-

৪	অতিরিক্ত পরিচালক	৬	৪	২
৫	উপ-পরিচালক	১২	৬	৬
৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	১	১	-
৭	সহকারী পরিচালক	৬	৬	-
৮	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	৭২	৬৭	৫
৯	মনিটরিং অফিসার	৫	৫	-
১০	গবেষণা কর্মকর্তা	৪	২	২
১১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	৮	২
১২	খাদ্য বিশ্লেষক	১	১	-
১৩	আইন কর্মকর্তা	১	১	-
১৪	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-
১৫	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১৬	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-
১৭	(১৩-১৬) গ্রেড কর্মচারী	১১৮	৬৩	৫৫
১৮	আউটসোর্সিং	১২৩	১২৩	০
১৯	সর্বমোট	৩৭১	২৯৯	৭২

৪.৪ ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে নিয়মিতভাবে ইন-হাউস প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ২১ জন ডেপুটেড কর্মকর্তা, ৯৩ জন ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা এবং ৭০ জন (১৩-১৬) গ্রেডের কর্মচারীসহ সর্বমোট (২১+৯৩+৭০)=১৮৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ৬০ কর্মঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০৩ জন ডেপুটেড কর্মকর্তাকে ২৪ কর্মঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৪.৫ কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় পরিবর্তন

কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় প্রবাসী কল্যান ভবন (৭১-৭২ ইস্কাটন রোড, ঢাকা) হতে এ অর্থবছরে (২০২০-২১) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, শাহবাগ, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বিগত ০১ মে ২০২১ তারিখ হতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নতুন ঠিকানায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪.৬ কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয় স্থাপন

এই অর্থবছরে (২০২০-২১) কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস স্থাপন। নিরাপদ খাদ্য অফিসারগন অফিস প্রধান হিসেবে সেখানে কর্মরত আছেন। জেলা প্রশাসকগণসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তারা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কাজ করছেন। তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

৪.৭ কর্তৃপক্ষের (আইন ও নীতি) সংক্রান্ত কার্যক্রম

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ এর আওতায় ৩টি বিধি এবং ০৯ টি প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	আইন/বিধি/ প্রবিধি	প্রকাশের তারিখ
১	নিরাপদ খাদ্য আইন - ২০১৩	১০-১০-২০১৩
২	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা -২০১৪	২৯-১০-২০১৪
৩	নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা-২০১৭	০৪-০৯-২০১৭
৪	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা- ২০১৯	১৬-০১-২০১৯
৫	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা-২০১৭	২৩-০৩-২০১৭
৬	খাদ্যে সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা-২০১৭	১৫-০৩-২০১৭
৭	নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা-২০১৭	০৯-০৫-২০১৭
৮	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক , টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা - ২০১৭	১০-০৭-২০১৭
৯	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা-২০১৮	১১-০৮-২০১৮
১০	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা--২০১৮	২৩-১০-২০১৮
১১	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা-২০১৯	০৫-০৯-২০১৯
১২	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০	১৭-০৯-২০২০
১৩	নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা-২০২১	বিজি প্রেসে প্রকাশের অপেক্ষায়

নিম্নোক্ত ০২ টি প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

১। নিরাপদ খাদ্য (রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা-২০২০

২। নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবানু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত ০২ টি প্রবিধানমালা প্রণয়নে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে

১। খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্সফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা-২০২১

২। নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন) প্রবিধানমালা-২০২১।

৪.৮ কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের নতুন ঠিকানা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পার্শ্বে)
ভবন-২ (লেভেল-৫, ৬),
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৫.১ কর্তৃপক্ষের প্রয়োগ ও প্রতিপালন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

৫.১.১ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান

কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে আরও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৫১(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্য বিশ্লেষক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার এবং সকল জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৫.১.২ খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং

২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে ১৯৭৯৬ টি এবং প্রধান কার্যালয় হতে ১৬৮ টি খাদ্য স্থাপনা (হোটেল/ রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি বেকারি) পরিদর্শন করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানভেদে ৩০ টি নতুন হোটেল/ রেস্তোরাঁকে এবং পূর্বে প্রদানকৃত ৮৭ টি হোটেল/ রেস্তোরাঁর মধ্যে ৩১ টির নবায়নসহ সর্বমোট ৬১ টি হোটেল/ রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং (A+, A, A -, B এবং C) প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ হোটেল/ রেস্তোরাঁ মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রেডিং প্রদান অনুষ্ঠানর ছবি।

চিত্রঃ অনলাইন মনিটরিং 'নজর'এর উদ্বোদন অনুষ্ঠানের ছবি।

করোনা মহামারীর মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইতোমধ্যে ৪০টি খাদ্যশিল্পে Safe Food Plan বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা শহরের ০৩ টি মেগাশপের ০৬ টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ০৬ টি হোটেল-রেস্তোরাঁর কার্যক্রম ও পরিচ্ছন্নতা মনিটরিং করা হচ্ছে।

৫.১.৩ খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসংগতিজনিত কারনে ১৫৭ জনকে দায়ী করে ১৫৭ টি মামলা দায়ের ও ২,১২,০০,০০০/-(দুই কোটি বার লাখ) টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে ১৩৮৯ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০৮৪ জনকে দায়ী করে ২৭৫৫ টি মামলা দায়ের ও ৩,০০,৩৭,৫৭০/-(তিন কোটি সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) টাকা অর্থদন্ডসহ ১৩১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

চিত্রঃ পান্থপথ, ধানমন্ডি এলাকায় অবস্থিত **ইগলু আইসক্রিম ডিপো**'তে পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানের ছবি।

৬.১ কর্তৃপক্ষের (ভোক্তা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম)

৬.১.১ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত ৬০ টি উপজেলায় ০১ টি করে মোট ৬০ টি ক্যারাভান রোড শো, উপজেলা/ জেলা/ বিভাগীয় পর্যায়ে ৩৮৮ টি সেমিনার/ কর্মশালার মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক ৪ টি গণবিজ্ঞপ্তি কয়েক ধাপে ৬১ টি দৈনিক জাতীয় পত্রিকায়, ১ টি সাময়িকী এবং ১ টি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া বিটিআরসি এর সহযোগিতায় মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২ টি ক্ষুদে বার্তা গ্রাহকগণের মুঠোফোনে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার নিমিত্ত অংশীজনদের সাথে ০৮ টি মতবিনিময় সভা এবং বিশিষ্টজনদের নিয়ে ১ (এক)টি গোল টেবিল বৈঠকও করা হয়েছে।

- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন পর্বের ০২ সেট পাবলিক সার্ভিস এনাউন্সমেন্ট, ০১ টি নাটিকা এবং ০২ টি নতুন টিভিসি (ট্রান্সফ্যাট ও লেবেলিং) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ৪ টি স্ক্রল বার্তাসহ নবনির্মিত ০২ টি টিভিসি ও পূর্ববর্তী বছরের টিভিসি গুলোর সমন্বয়ে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৯০১ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। কোভিড -১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ০৪ টি প্রতিষ্ঠানে হাত ধোয়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীর মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলুন সংবলিত ৯০০ টি এবং অনিরাপদ খাদ্যকে না বলুন সংবলিত ৯০০ টি সহ সর্বমোট ১৮০০ টি স্টীকার তৈরি করা হয়েছে। জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরণের ৭০,০০০ লিফলেট এবং খাদ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১,০০০ কপি বই মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ জাতিয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান -২০২১ উপলক্ষ্যে ১,৩২,০০০ পোস্টার ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ সাভার উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ক্যারাভান রোড শো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৬.১.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) অনুষ্ঠিত অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার তালিকাঃ

ক্রমিক নম্বর	সভার বিবরণ	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	রেস্তোরাঁ প্রবিধানমালা ২০২০ ও নজর (অ্যাপস) বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা	২৮/১০/২০২১	জাতীয় মহিলা সংস্থা	৫৫জন
২.	TDL বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভা	০৮/১২/২০২০	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৩.	নজর বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা	০৯/১২/২০২০	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৪.	পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৩/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৫.	হোটেল-রেস্তোরাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সভা	১৮/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৬.	মেগাশপসমূহের সাথে TDL বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভা	২৬/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৭.	বাংলাদেশ ফুডস্টাফ ইম্পোর্টার্স এন্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফিসা)	০২/০৩/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৮.	ফল আমদানিকারক সমিতির সাথে সভা	০৮/০৩/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
			সর্বমোট=	১৬০ জন

৬.১.৩ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্র নং	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত	টিভিসি প্রচারিত চ্যানেলের নাম
১.	মোড়কজাত খাদ্যপণ্যে লেবেলিং বিষয়ক	৩৩০ মিনিট	এটিএননিউজ, বাংলা টিভি, মাছরাঙ্গা, এটিএন বাংলা, চ্যানেল২৪, একুশে টিভি, ডিবিসি নিউজ, চ্যানেল ২৪, নিউজ ২৪, মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা. বাংলা টিভি, একুশে টিভি
২.	ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বিষয়ক	৯৬ মিনিট	চ্যানেল ২৪, একুশে টিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল ২৪, একুশে টিভি
৩.	ফরমালিন বিষয়ক	১৯২ মিনিট	চ্যানেল ২৪, নিউজ ২৪, মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, বাংলা টিভি, একুশে টিভি, এটিএন নিউজ, বাংলা টিভি, এটিএন নিউজ, বাংলা টিভি, মাছরাঙ্গা
৪.	কুকিং সেফটি	২৩ মিনিট	একাত্তর টিভি, চ্যানেল ২৪ ও ডিবিসি নিউজ
৫.	হ্যান্ড ওয়াশ	৩৫ মিনিট	মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, সময় টিভি, এটিএন বাংলা ও বাংলা টিভি
৬.	৫ কি'স	৯৬ মিনিট	এটিএন বাংলা, মাছরাঙ্গা
৭.	স্ট্রিট ফুড	২১ মিনিট	নিউজ ২৪, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ও যমুনা টেলিভিশন

৮.	কোরবানি বিষয়ক টিভিসি	১০৮ মিনিট	যমুনা টিভি, মাছরাঙ্গা, বাংলা টিভি, নিউজ ২৪, ডিবিসি নিউজ, এটিএন নিউজ,

সর্বমোট = ৯০১ মিনিট

৬.১.৪ ইলেকট্রনিক অ্যাডবোর্ডের মাধ্যমে টিভিসি প্রচার সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত (মিনিট)		টিভিসি প্রচারিত অ্যাডবোর্ডের অবস্থান
১.	কুকিং সেফটি	০৩টি টিভিসির প্রতিটি ০৫ মিনিট করে ০৫টি পয়েন্টে ১০ দিনে মোট ৭৫০ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।		গুলশান-০২ ফোর সিজন হোটেলের পাশে, মিরপুর-১০ গোলচত্বর, ধানমন্ডি-২৭, বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে দেয়ালের স্ক্রীন ও মহাখালী এসকেএস টাওয়ার।
২.	হ্যান্ড ওয়াশ			
৩.	স্ট্রীট ফুড			

৬.১.৫:) গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়	পত্রিকার সংখ্যা	পত্রিকা/সাময়িকীর নাম
১.	খাদ্য লেবেলিং বিষয়ক	১১ টি	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সমকাল, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, The Daily Star, The Daily Bangladesh Post, The Bangladesh Today ও অনশ্বর সাময়িকী
২.	খাদ্য স্পর্শক বিষয়ক	১০ টি	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, The Daily Star, The Daily Bangladesh Post ও The Bangladesh Today
৩.	রমজানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক (২ বার)	২৮ টি	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক মানবকণ্ঠ, দৈনিক আজকালের খবর, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক আজকের বিজনেস বাংলাদেশ, দৈনিক নবচেতনা, দৈনিক জনবাণী, The Financial Express, The Daily Tribunal, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের নতুন সময়, দৈনিক দেশ রুপান্তর, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক ভোরের পাতা, দৈনিক মুক্ত খবর, দৈনিক বনিক বার্তা, দৈনিক খোলা কাগজ, দৈনিক ভোরের দর্পন, দৈনিক বাংলাদেশের আলো, দৈনিক ঢাকা টাইমস, The Financial Express, The Dhaka Tribune
৪.	খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপণ বিষয়ক	১৪ টি	দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশ সময়, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন, The Daily Star, The Daily Sun, দৈনিক আমার সংবাদ ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

সর্বমোট= ৬৩ টি

৬.১.৬ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	লিফলেটের বিষয়	ছাপানোর সংখ্যা	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	লেবেলিং + খাদ্যস্পর্শক	১০,০০০	লিফলেট, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ (অপরাধ ও দন্ড) এবং খাদ্য কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণার বই ছাপানো কার্যকম শেষ হয়েছে, বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	হাত ধোয়া + নিরাপদ খাদ্যাভাস	১০,০০০	
৩.	খাদ্য নিরাপদ রাখার ০৫ চাবিকাঠি	১০,০০০	
৪.	নিরাপদ খাদ্য আইন (অপরাধ ও দন্ড)	১০,০০০	
৫.	পাম্পলেট	১০,০০০	
৬.	খাদ্য ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণার বই	১,০০০	
৭.	পোস্টার (হোটেল/রেস্তোরাঁর জন্য পালনীয় ও সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমূহ)	১০,০০০	
৮.	পোস্টার (মিস্টি/বেকারীর জন্য পালনীয় এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমূহ)	১০,০০০	
৯.	নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে পোস্টার	১,৩২,০০০	সারা দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, হাঁট বাজারে, জনসমাগমপূর্ণ স্থানে পোস্টার বিতরণ ও লাগানো হয়েছে।

এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১০ ধরণের জনসচেতনতামূলক ৭, ০০,০০০ (সাত লক্ষ) পোস্টার প্রিন্টিং সম্পন্ন হয়েছে যা বিতরণ কার্যক্রম চলমান।

৬.১.৭ স্টীকার প্রকাশ ও বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	স্টিকারের বিষয়	ছাপানোর সংখ্যা	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলুন	৯০০	কোভিড-১৯ জনিত কারণে বিতরণ সম্ভব হয়নি।
২.	অনিরাপদ খাদ্যকে না বলুন	৯০০	

সর্বমোট=১৮০০ টি

৬.১.৮ বাল্ক এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	বাল্ক এসএমএস এর বিষয়	এসএমএস সংখ্যা	ব্যয় (টাকা)	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	সকল অপারেটর	ফ্রি	BTRC এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	সকল অপারেটর	ফ্রি	

৬. ১.৯) টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নম্বর	টিভি স্ক্রলের বিষয়	চ্যানেল সংখ্যা	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	'কোরবানির গবাদিপশু ক্রয়-বিক্রয় ও মাংস প্রস্তুতকরণে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। কোরবানির মাংস নিরাপদভাবে রান্না ও সংরক্ষণ করুন। পশুর বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন	০৭টি	সর্বমোট ৪২টি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
২.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন ও প্রয়োজনে পরীক্ষা করুন, নিরাপদ থাকুন। নিয়মিত পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার গ্রহণ করুন, সুস্থ থাকুন।	০৭টি	
৩.	রমজানে নিরাপদ ও সুষম খাবার গ্রহণ করুন। অস্বাস্থ্যকর ও অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া খাবার পরিহার করুন।	১২টি	
৪.	টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ--মুজিব বর্ষে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।	১৬টি	

৬.১.১০) **লিফলেট বিতরণ সংক্রান্ত** বিবরণীঃ

বিষয়	বিতরণ সংখ্যা (প্রতি জেলায়)	মোট বিতরণ
ক্যারাভান রোড শো অনুষ্ঠানে ৪ ধরণের লিফলেট (রেফ্রিজারেটরে খাদ্য সংরক্ষণের নিয়মাবলি, নিরাপদ খাদ্যের ৫ টি ধাপ, খাদ্য সংরক্ষণে অবশ্য করণীয়, রান্নার স্থানে পালনীয় বিষয়সমূহ)	৩০০	৬৪ × ৩০০= ১৯২০০
জেলা উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার/ কর্মশালায় লিফলেট (সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ টি চাবিকাঠি, খাদ্য কিভাবে অনিরাপদ হয়, নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস)	৫০০	৬৪× ৫০০= ৩২০০০
জেলা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালায় খাদ্য কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বই	৩০	৬৪×৩০= ১৯২০
জেলা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালায় নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর পকেটবুক	৫০	৬৪×৫০=৩২০০

৭.১ খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	তারিখ
১	খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট (ম্যানেজমেন্ট লেবেল, শেফ ও ওয়াটারদের) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ (০১ দিন ০৪ ঘন্টা)।	৮০ জন	৩০-১২-২০২০
২	খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট (ম্যানেজমেন্ট লেবেল, শেফ ও ওয়াটারদের) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ (০১ দিন (০৬ ঘন্টা)।	৭০ জন	০১-০৩-২০২১
৩	খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট (ম্যানেজমেন্ট লেবেল, শেফ ও ওয়াটারদের) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ (০১ দিন (০৬ ঘন্টা)।	৭০ জন	০৭-০৩-২০২১

সর্বমোট= ২২০ জন

মুজিববর্ষে কোভিড -১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয় হতে ১৭৩ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে অনলাইনে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ের সকল জেলায় প্রতি ব্যাচে ১০ জন নিয়ে ৫ ব্যাচে মোট ৫০ জন করে ৬৪ জেলায় সর্বমোট ৩২০০ জন খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্য কর্মীদেরকে নিরাপদ খাদ্য শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.১ ঝুঁকি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ এবং নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ঝুঁকি অবহিতকরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ভোক্তা সাধারণকে সচেতন করে থাকে।

সরকার/ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি অবহিতকরণ সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক	চিহ্নিত ঝুঁকি	ঝুঁকি অবহিতকরণ পদ্ধতি
১.	দেশে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতু (লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম) এর উপস্থিতি	এ বিষয়ে বিগত ১৬.০৬.২০২১ তারিখে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়। 'আমদানিকৃত বালাইনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয় এবং উক্ত ভারী ধাতু খাদ্যশৃঙ্খল, মৃত্তিকা, পানি এবং পরিবেশে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট-এর মাধ্যমে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য' খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.১৮৬ স্মারকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়।
২.	হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে Partially Hydrogenated Oil (PHO) সহ ভোজ্যতেলের ট্রান্সফ্যাট সংক্রান্ত	WHO guideline মোতাবেক ২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মান তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রবিধান তৈরি করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	বঙ্গভবনে অবস্থিত দুগ্ধ খামার হতে সংগৃহীত দুধের গুণগতমান সংক্রান্ত ঝুঁকি	এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ বঙ্গভবন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে।

৯.১ কর্তৃপক্ষের খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বছরব্যাপী বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত নমুনা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ডেজিগনেটেড ল্যাবে প্রেরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৭৬০ টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৩৫৪ টি খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করে ১৭২৮টি মানসম্মত নমুনা এবং ২৬৮ টি মানসম্মত নমুনা নয় বলে স্বীকৃত ল্যাব কর্তৃক প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া ৪০৬ টি নমুনা খারিজ করা হয়েছে এবং ০১ টি নমুনার ফলাফল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য জুন-২০২১ এ সংগৃহীত ৩৫৭ টি নমুনার পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যে সকল পরীক্ষিত খাদ্যপণ্য মানসম্পন্ন নয় বা অনিরাপদ মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.১.১ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ক) ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের সংগৃহীত নমুনা ও ল্যাব রিপোর্টের তুলনামূলক বিবরণী:

অর্থবছর	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৯-২০	২১১৯	১৭৩১*	১৫৩৫	১৯৬	*যথাযথ প্রক্রিয়ায় নমুনা সংগ্রহ করা না হলে তা পরীক্ষা করা যায় না
২০২০-২১	২৭৬০	২৩৫৪*	১৭২৮	২৬৮	

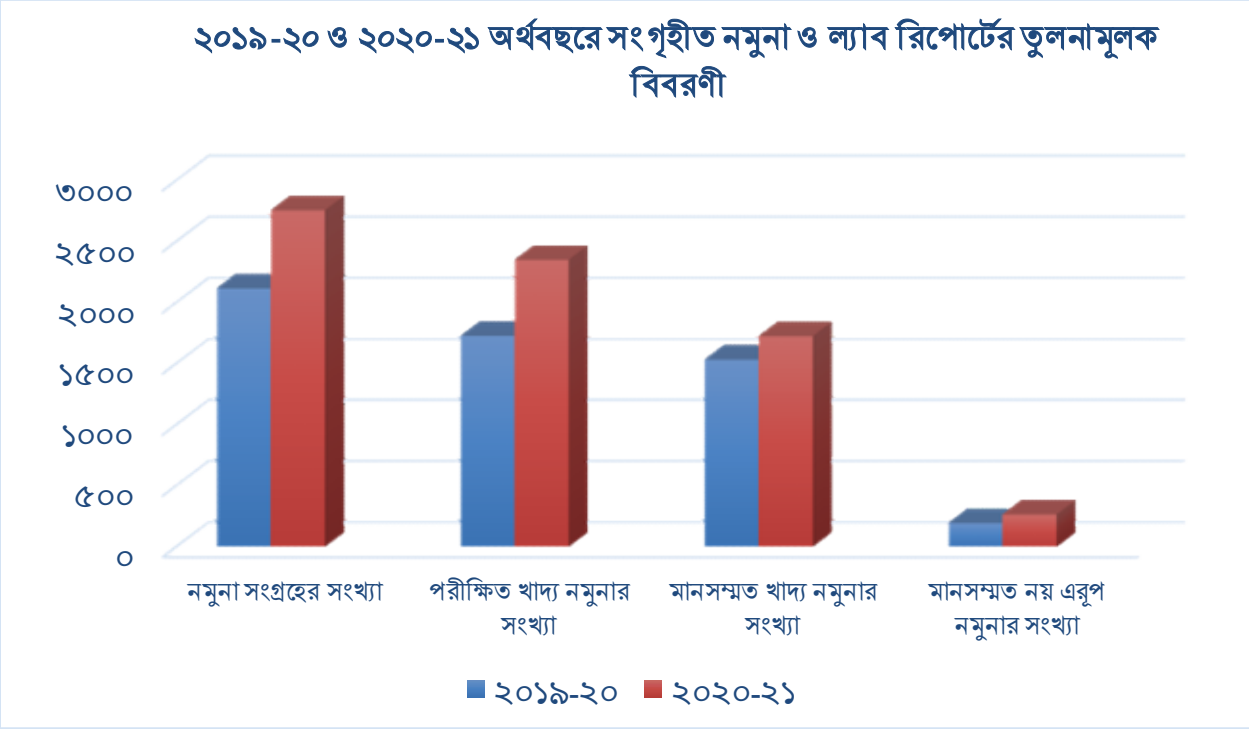
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংগৃহীত নমুনা ও ল্যাব রিপোর্টের তুলনামূলক বিবরণী
৩০০০
২৫০০
২০০০
১৫০০
১০০০
৫০০
০
নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা
পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা
মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা
মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা
২০১৯-২০
২০২০-২১

খ) মাস ভিত্তিক বিভিন্ন ডেজিগনেটেড এবং অন্যান্য ল্যাব কর্তৃক খাদ্য নমুনা পরীক্ষার বিবরণীঃ

মাসের নাম	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	ডেজিগনেটেড ল্যাবের নাম	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা
জুলাই ২০২০	২৯	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	২৩	২৩	-
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৩৫	৩০	০৫
আগস্ট ২০২০	৮০	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৬২	৪৪	১৮
	৫৪	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৪	৪৬	০৮
	৩৪	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৪	৩২	০২
সেপ্টেম্বর ২০২০	১৩৩	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৯৯	৮৭	১২
	৫৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৯	৪৯	১০
	৩২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩১	৩১	-
অক্টোবর ২০২০	১২৭	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৮৬	৮০	০৬
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৩৫	৩০	০৫
	৩৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৯	৩৭	০২
নভেম্বর ২০২০	১৫২	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	১১৮	১০৩	১৫
	৪৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৪৯	৩৭	১২
	৩০	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩০	২৫	০৫
ডিসেম্বর ২০২০	১০৮	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৭৯	৬৪	১৫
	৬২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬২	৫০	১২
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৪	২৭	০৭
জানুয়ারি ২০২১	২৫১	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	১৭০	১৫২	১৮
	৬৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬৩	৫২	১১
	৪৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৩	৩৭	০৬
ফেব্রুয়ারি ২০২১	২৩৫	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	১৭৮	১৫৯	১৯
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৪৬	৩৫	১১
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৬	৩৬	১০

মাসের নাম	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	ডেজিগনেটেড ল্যাবের নাম	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা
মার্চ ২০২১	১৬৬	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	১২০	১০৮	১২
	৬৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬৩	৫৩	১০
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৬	৪১	০৫
এপ্রিল ২০২১	১০৪	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৭৮	৭৩	০৫
	২৭	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	২৭	২০	০৭
	০২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	০২	০১	০১
মে ২০২১	১০২	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৬৯	৬৪	০৫
	৫৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৬	৪৩	১৩
জুন ২০২১	৩	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৩	৩	০
	৬	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৬	৬	০
	১	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা	১	১	০
	৩	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, সাভার	৩	৩	০
	৪৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি (হলুদের নমুনা)	৪৯	০	০
	৪০	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা IFRD (বেসনের নমুনা)	৪০	০	০
	৭৮	বিসিএসআইআর, IFST (হলুদের নমুনা)	৭৮	০	০
	৪৭	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব (পাউরুটি ও মরিচের নমুনা)	৪৭	৪৬	০১
	৯৫	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা (মাটি, কীটনাশক ও ফসলের নমুনা)	৯৫	-	-
	৯৫	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গাজীপুর (মাটি, কীটনাশক ও ফসলের নমুনা)	৯৫	-	-
মোট	**২৭৬০**		**২৩৫৪**	**১৭২৮**	**২৬৮**

৯.২ মরিচের গুড়া, হলুদের গুড়া ও বেসনে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

জেলার অনিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ ও ভেজালযুক্ত খাদ্য শনাক্তকরণের লক্ষ্যে ২০২১ সালের জুন মাসে জেলায় কর্মরত নিরাপদ খাদ্য অফিসারের মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল জেলা থেকে বিধি মোতাবেক মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, গুড় এবং বেসনের নমুনা সংগ্রহ করা হয় । সংগৃহীত নমুনা থেকে ১৫৮ (একশত আটান্ন) টি নমুনা নিম্নোক্ত প্যারামিটারসমূহ টেস্ট করার নিমিত্ত পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়।

নমুনার নাম	সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা
মরিচ গুঁড়া (খোলা)	১১	সুদান ডাই (i, ii, iii, iv)	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	১১
হলুদ গুঁড়া (খোলা)	১০৭	লেড (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr)	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	১০৭
বেসন (খোলা)	৪০	আফলাটক্সিন	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা IFRD	৪০
মোট	**১৫৮**			**১৫৮**

৯.৩ হলুদ এবং মরিচ এর নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষের উদ্যোগে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলাস্থ বিভিন্ন বাজার হতে ২টি টিমের মোট ৮ (আট) জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ৩৬ (ছত্রিশ) টি হলুদ এবং মরিচ এর নমুনা সংগ্রহ করে এবং তা পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়।

নমুনার নাম	সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা
মরিচ	১৬	সুদান ডাই (i, ii, iii, iv)	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	১৬
হলুদ	২০	লেড (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	২০
মোট	**৩৬**			**৩৬**

৯.৪ পাউরুটিতে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট (KBrO3) এর উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

পাউরুটিতে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) এর উপস্থিতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে ঢাকা জেলার বিভিন্ন বাজার হতে বিভিন্ন কোম্পানির পাউরুটি যথাযথ বিধি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়।

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফলে পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল
২০	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	২০	পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

৯.৫ দেশে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতু (লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম) এর উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

নিরাপদ খাদ্য আইনের ১৩ (২৬) ধারা ও ১৩ (৪ক) ধারা মোতাবেক খাদ্যে বিভিন্ন অনিরাপদতার উৎস চিহ্নিতকরণ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলির অংশ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানিকৃত কীটনাশক/ বালাইনাশকের ৪৭ টি নমুনা বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে ভারী ধাতুর উপস্থিতি সনাক্ত হয়। পরবর্তীতে আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে পুনরায় ৫৩ টি কীটনাশক নমুনায় ভারীধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে ৬৭.৯২%, ৫.৬৬% এবং ৬৬.০৪% নমুনায় যথাক্রমে লেড, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম সনাক্ত করা হয়। উল্লেখ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৭.০৯.২০২০ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৭৮.২৫.০২১.১৭-৯৫ নম্বর স্মারকে প্রেরিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিকভাবে কীটনাশকে ভারী ধাতুর (Pb, Cd, Cr) কোনো মাত্রা অদ্যাবধি নির্ধারণ করা হয়নি।

পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ০২.০৬.২০২১ তারিখের ১৭৫ নম্বর স্মারকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কীটনাশক আমদানির বিষয়ে আরোপিত শর্তাবলী স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ১৬.০৬.২০২১ তারিখে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১. আমদানিকৃত কীটনাশক/বালাইনাশেক ভারীধাতু (Pb, Cd, Cr) বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিতি থাকেলও উক্ত ভারীধাতু ফসলে অনুপ্রবেশের বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণিত না হওয়ায় বাজারে প্রচিলত বালাইনাশক থেকে ফসল ও খাদ্যদ্রব্যে সম্ভাব্য ভারীধাতুর দূষণ ও

মানবেদেহ এদের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করতে হবে;

২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক উপযুক্ত গবেষণা এবং FAO কর্তৃক গাইডলাইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আমদানিকৃত কীটনাশক বা এর কাঁচামাল পূর্বের ন্যায় বন্দর থেকে খালাসের সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে।

উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'আমদানিকৃত বালাইনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয় এবং উক্ত ভারী ধাতু খাদ্য শৃঙ্খল, মৃত্তিকা, পানি এবং পরিবেশে কী রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য' খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.১৮৬ স্মারকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়।

৯.৬ মোবাইল ভ্যান ল্যাবরেটরি পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মোবাইল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান বাজার পরিদর্শণ এবং অনস্পট স্ক্রীনিং এর মাধ্যমে খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের মান নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে যাচ্ছে।

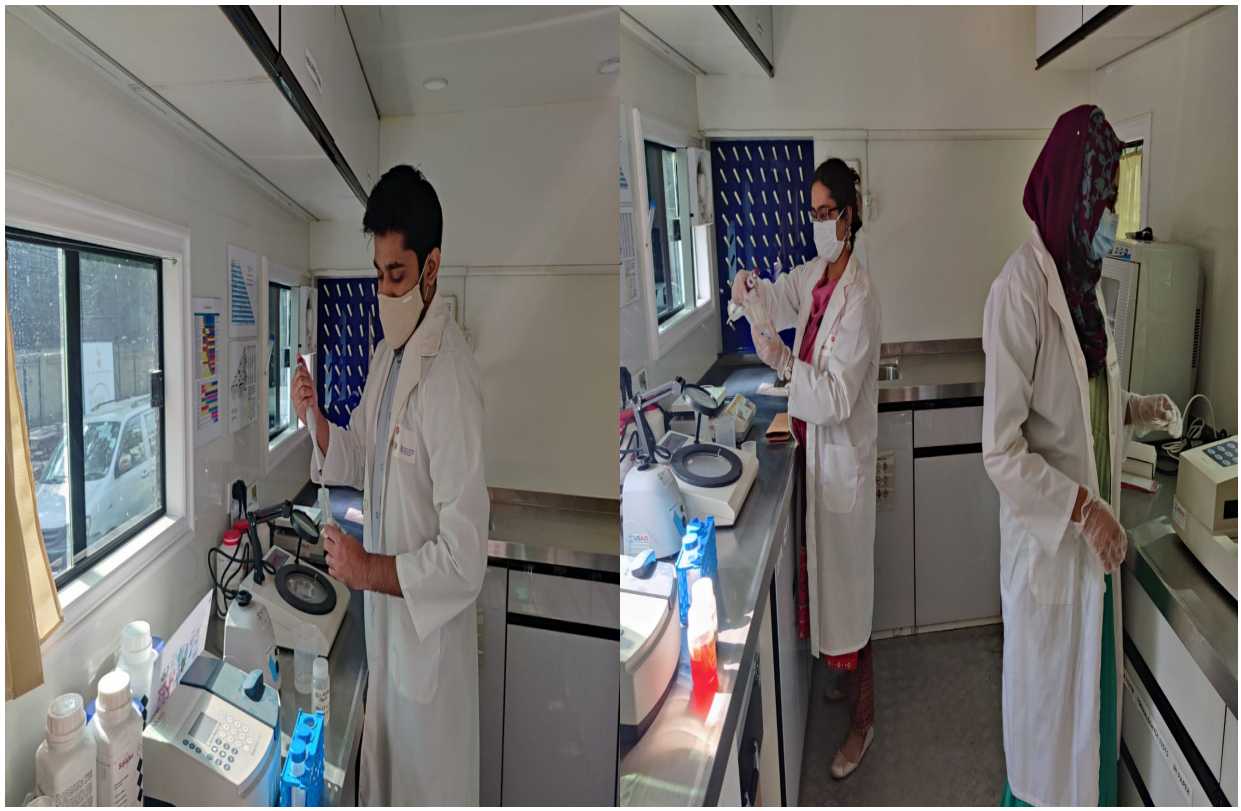

ছবিঃ মোবাইল ল্যাবটেরীর মাধ্যমে খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম

১০.১ খাদ্যের মান প্রমিতকরণ /সমন্বয় /উন্নীতকরণ ও নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগতমান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান। কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা। সে অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের মান প্রমিতকরনে নিম্নোক্ত খাদ্যপণ্যের উপর পরামর্শ প্রদান করে।

ক্রমিক	খাদ্য পণ্যের নাম	মান নির্ণায়ক সংস্থা	সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ /উন্নীতকরণে পরামর্শ
১.	Natural Mineral Water	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
২.	Malt Drinks	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৩.	Pastry	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৪.	Frozen French Fry	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৫.	Malt Based Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৭.	OIC/SMIIC 2: 2019 Conformity Asessment-Requirements for Bodies Providing Halal Certification	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৮.	OIC/SMIIC 24:2020 General Requirements for Food Additives and other Added Chemicals to Halal Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৯.	Cake	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সর্বমোট ৯ টি পণ্যের মান উন্নীতকরণে মান নির্ণায়ক সংস্থা (BSTI) কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

১০.২ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ক্ষমতা বলে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধি, প্রশিক্ষণ, কমিটি গঠন ও অন্যান্য কারিগরী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে USAID ও FAO এর সহযোগিতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৬৭০.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food শীর্ষক প্রকল্প ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯-এ বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করেছে। কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন এজনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য স্থায়ীভাবে প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেইসাথে, একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্যেও JICA-এর সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রণীত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র. নং	প্রকল্পেরনাম	মেয়াদ	প্রকল্প ব্যয়	অর্থায়ন	উদ্দেশ্য	অগ্রগতি
১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০১ জুলাই, ২০২১ খ্রি.- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.	৮৮০৫ .৯৩ লক্ষ টাকা	জিওবি	১। খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা এবং খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের জন্য বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে মিনি ল্যাবরেটরি ও ক্যামিকেল স্টোর স্থাপন করা; ২। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা, কর্মচারি, অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা; ৩ । বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে ডাটাবেইজ তৈরীর মাধ্যমে সারাদেশের খাদ্যস্থাপনা, রেস্তোরাঁ ও বাজার ইত্যাদির হালনাগদ তথ্য সংরক্ষণ ও নজরদারি (Surveillance) কার্যক্রম জোরদার করা; ৪। জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত, পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনলাইন কল সেন্টার স্থাপন;এবং ৫। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসসহ অনুরূপ অন্যান্য দিবসে র‍্যালী এবং প্রচার/প্রচারণা, টিভি ক্লিপ (TVC) ভিডিও ইত্যাদি প্রচার এবং বিভিন্ন প্রকাশনা (বুকলেট, লিফলেট, গাইডলাইনস, এসওপি) ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সারাদেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।	"বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৮৮.০৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। একনেক শাখা-১ হতে সূত্রোস্থ স্মারক মোতাবেক ৩০-০৬-২০২১ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের সরকারি আদেশ জারি হয়েছে এবং ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। গত ২৭ জুলাই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত **মেয়াদ**	প্রস্তাবিত **প্রকল্প ব্যয়**	প্রস্তাবিত অর্থায়ন	উদ্দেশ্য	মন্তব্য
১	Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating function of the Bangladesh Food Safety Authority	০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২৬	৪৪৩২.৯৫ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ সরকার ১৪৫২,৩৫+ প্রকল্প সাহায্য (জাইকা) ২৯৮০.৬০ লক্ষ টাকা	• বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। • বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরির ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। • মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন। নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জন সচেতনতামূলক কার্যক্রম। • আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা জোরদার।	প্রকল্পের TAPP প্রণীত হয়েছে এবং তা খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যয়ন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর এটি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ে প্রেরিত হয়েছে।

১১.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গৃহীত ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক গত ০৫ জুলাই ২০২০ খ্রি. মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়। ২৭ আগস্ট ২০২০ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইনোভেশোন টিমের সভায় নিম্নোক্ত আইডিয়া সমূহ গৃহীত হয়-

সেবা	আইডিয়া
উদ্ভাবনী উদ্যোগ (ইনোভেশন)	অনলাইন মনিটরিং অ্যাপ (নজর) সম্প্রসারণ
	হোটেল/রেস্টুরেন্টের খাদ্য ব্যবসায়ীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ
সেবা সহজীকরণ	সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান
ডিজিটাল সেবা সহজীকরণ	ঢাকা শহরের মেগাশপ সমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত আইডিয়া সমূহের মাসভিত্তিক একশন প্ল্যান তৈরিপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। সে আলোকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ-

সেবা	আইডিয়া	অগ্রগতি
উদ্ভাবনী উদ্যোগ	অনলাইন মনিটরিং অ্যাপ (নজর) সম্প্রসারণ	অ্যাপস ভিত্তিক অনলাইন নজরদারি ব্যবস্থা (নজর) সম্প্রসারণ কার্যক্রম মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর ঢাকা শহরের ফার্স হোটেল-এর ০১টি আউটলেট এবং নবাবী ভোজ-এর ০৪টি আউটলেট, গাইবান্ধা জেলার এসকেএস ইন রেস্টুরেন্ট, সিলেট জেলার পানসী রেস্টুরেন্ট এবং মৌলভীবাজার জেলার পানসী রেস্টুরেন্ট-কে অনলাইন নজরদারি ব্যবস্থা (নজর) স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
	খাদ্য ব্যবসায়ীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ	ফুড ভেন্ডারদের অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ (Training Material) তৈরি করা হয়। ২৪ জানুয়ারি ২০২১ পরীক্ষামূলকভাবে ২০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে ২ ঘন্টার অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের ৪৯৩টি উপজেলা, ৬৪টি জেলা, ৮টি বিভাগ ও ১২টি সিটি কর্পোরেশন থেকে খাদ্য ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি হয়েছে। বিএফএসএ-এর চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধনের পর ২৩ মার্চ ২০২১ সারাদেশ থেকে ৯৩ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে অনলাইন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ ৬০ জনসহ সর্বমোট ১৭৩ জনকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ৫০জন করে মোট ৩২০০ জনকে অনলাইন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
সেবা সহজীকরণ	সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান	সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক তথ্য প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ নিরাপদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিদিনের মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম, জনসচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও ক্যারাভান রোড শো এবং কর্তৃপক্ষের তৈরিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি ও টিভিসিসমূহ আপলোড করা হচ্ছে।
ডিজিটাল সেবা সহজীকরণ	ঢাকা শহরের মেগাশপ সমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ	ঢাকা শহরের স্বপ্ন সুপার শপ এর ০২টি আউটলেট এবং মীনা বাজার এর ০১টি আউটলেট এবং ইউনিমার্ট এর ০৩টি আউটলেটে তাপমাত্রা ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে হিমায়িত খাবারের তাপমাত্রা মনিটরিং করা হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২০-২১ বছরের ইনোভেশন আইডিয়া নিরাপদ খাদ্য শিক্ষা অ্যাপ "খাদ্য কথন" নির্মাণ করা হয়েছে, যা দ্রুতই জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১.১.১ নজর বাস্তবায়নকৃত হোটেল/ রেস্তোরাঁ সমুহের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকৃত হোটেল/ রেস্তোরাঁর নাম	হোটেল/ রেস্তোরাঁর ঠিকানা	বাস্তবায়নের তারিখ
১	নবাবীভোজ রেস্টুরেন্ট	১৫ নিউ বেইলী রোড, ৬ নাটক সরণি, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি২০২১
২	নবাবীভোজ রেস্টুরেন্ট	এ কিউ পি শপিং মল, ১৪৩/২ নিউ বেইলী রোড, ৩৩ নাটকসরণি, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি২০২১
৩	হোটেল ফার্স	২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,পুরান পল্টন-ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি২০২১
৪	এসকেএস ইনের জলধারা রেস্টুরেন্ট	হরিণ সিং, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	১৪ জুন ২০২১
৫	পানসী রেস্টুরেন্ট	চৌমুহনা, মোলভীবাজার সদর, মোলভীবাজার	১৪ জুন ২০২১
৬	পানসী রেস্টুরেন্ট	জল্লারপাড় রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট	১৪ জুন ২০২১

১১.১.২ টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) বাস্তবায়নকৃত মেগাশপসমূহের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকৃত মেগাশপের নাম	মেগাশপের ঠিকানা	বাস্তবায়নের তারিখ
১	স্বপ্ন	গুলশান-১ আউটলেট	১৫ জানুয়ারি ২০২১
২	স্বপ্ন	ধানমন্ডি আউটলেট	১০ জুন ২০২১
৩	মীনা বাজার	ধানমন্ডি-২৭ আউটলেট	২০ মার্চ-২০২১
৪	ইউনিমার্ট	গুলশান-২ আউটলেট	২০ মে ২০২১
৫	ইউনিমার্ট	ধানমন্ডি-১৫ আউটলেট	২০ মে ২০২১
৬	ইউনিমার্ট	ওয়ারী আউটলেট	২০ মে ২০২১

১২.১ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ৪র্থ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস -২০২১ পালন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত স্কুল-কলেজ ও ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশব্যাপী অনলাইন কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এম.পি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

চিত্র: মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের ছবি।

উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। তার স্বপ্নই ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুস্থ, সবল, সৃজনশীল ও দক্ষ জনবল। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে অনেক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ আজ খাদ্য রপ্তানীকারক দেশ। এখন দেশের লক্ষ্য নাগরিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে যার যার অবস্থান হতে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই জাতির পিতার স্বপ্ন সফল ও স্বার্থক হবে। ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়তে হলে কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের মাধ্যমে অপুষ্টির অভাব দূর করে সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত ১২ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দ্যা ইকোনমিস্ট এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তারই সূত্র ধরে এবারের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ"। খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে ভোক্তার নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, তদারকি, আইনের প্রয়োগ, সর্বোপরি আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সেইসাথে দেশের সকল মানুষের পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে- এ প্রত্যাশা হোক আমাদের সকলের।

একনজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

১. মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সচিবগণের উপস্থিতিতে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)র সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমন সংগ্রহ মৌসুমে ২,০৭,৭৩০ মে.টন ধান, ৬,৫০,০০০ মে.টন চাল এবং বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে ৬,৫০,০০০ মে.টন ধান, ১২,৩৫,০০০ মে.টন চাল এবং গম সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে ১,০০,০০০ মে. টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে মোট ৪,২০,৬৩১ মে. টন ধান, ১১,৭৬,২২৪ মে. টন চাল এবং ১,০৩,২১২ মে. টন গম সংগৃহীত হয়। আমন সংগ্রহ ২০২০-২১ মৌসুমে প্রতিকেজি ধান, আতপ ও সিদ্ধ চালের দাম যথাক্রমে ২৬/-, ৩৬/- ও ৩৭/- নির্ধারিত থাকলেও কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা বৃদ্ধি করে বোরো সংগ্রহ-২০২১ এ যথাক্রমে ২৭/-, ৩৯/- ও ৪০/- নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত হারে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পেয়েছেন।

চিত্র: ওএমএস ট্রাক সেল

২. দেশে চাহিদার তুলনায় বেশী চাল উৎপাদিত হলেও ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যার কারণে ফলন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে বৈদেশিক সূত্র হতে ১২.০০ লক্ষ মে.টন চাল এবং ২.৫০ লক্ষ মে. টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; যার মধ্য ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৭,৭৫,৯৯৪ মে. টন চাল ও ২,৫০,০০০ মে. টন গম দেশে এসে পৌঁছায়।

৩.সরকারি ধান ক্রয়ে ফঁড়িয়া, দালাল তথা কোন মধ্যসত্বভোগী যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে সংগ্রহ মৌসুম শুরুর পূর্বে উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক প্রকৃত কৃষক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের এ্যাপস' এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ

পদ্ধতিতে সরকারের নিকট ধান বিক্রয়ে আগ্রহী কৃষকগণ সরাসরি মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে ধান বিক্রয়ের আবেদন করেন। আবেদন ও প্রস্তুতকৃত প্রকৃত কৃষকের তালিকার ভিত্তিতে কম্পিউটারে স্বয়ংকৃতভাবে বাছাই করে বিক্রয়কারী কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষক ধান বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ, পরিমাণ সম্পর্কে তার মোবাইলে মেসেজ পান। যে সকল উপজেলায় এখনও 'কৃষকের এ্যাপস' চালু করা হয়নি, সেখানে প্রস্তুতকৃত প্রকৃত কৃষক তালিকা থেকে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে কৃষক নির্বাচন পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত 'উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি' যে কমিটিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ধান বিক্রয়ের টাকা কৃষকের ১০টাকা দিয়ে খোলা একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। পর্যায়ক্রমে 'কৃষকের এ্যাপ' সকল উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। সেইসাথে মিলারদের নিকট থেকে চাল ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে এ অর্থবছরে ৩৪টি উপজেলায় অনলাইন ভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া সরকার কর্তৃক কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প এ অর্থবছরে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।

৪. "শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ" শ্লোগানে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাস ব্যাপী ১০/- টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭.৪২ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে। সেইসাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য ১৮ টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০ টাকা কেজি দরে চাল খোলা বাজারে বিক্রির ওএমএস কর্মসূচিতে ৩,০১,৪২৬.০০ মে. টন গম ও ১,২৭,৫৮৮.০০০ মে. টন চাল সর্বমোট ৪,২৯,০১৪ মে. টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে; যা বিগত বছরের তুলনায় ২৬.৫৫% বেশী।

৫. দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালীন সময়েও নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে জরুরী খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য চলাচল, গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করেছেন।

৬. অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি$_১$, ভিটামিন বি$_{১২}$, আয়রন, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষে ১১০টি উপজেলায় বিতরণের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত চালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচিতে ১১০টি উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে যথাক্রমে আরো ৫০টি ও ৭০টি উপজেলায় অর্থাৎ সর্বমোট (১০০+৫০+১০০+৭০=)৩২০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কর্মসূচি দুটিতে সারা দেশব্যাপী পুষ্টিচাল বিতরণ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. সরকারি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২২,৮৯,৪০৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

৮. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লাখ মে.টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.৭২০ লাখ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ধারণক্ষমতা ৩৭ লাখ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান। এছাড়া ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প এ অর্থবছরে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন শুরু হবে।

৯. **"১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়** ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৩৩,৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৪৭টি (১০০০ মে.টনের ২০টি এবং ৫০০ মে.টনের ২৭টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি (১০০০ মে.টনের ১৬টি এবং ৫০০ মে.টনের ২০টি) খাদ্য গুদাম সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি (১০০০ মে.টনের ৪টি এবং ৫০০ মে.টনের ০৭টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার' শীর্ষক প্রকল্পে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মোট ৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মে.টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মে.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মে.টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৭৩.৮%। বরিশাল সাইলো নির্মাণের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online Food Stock and Market Monitoring System প্রবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল এলএসডি/সিএসডি/সাইলো ও বিভিন্ন অফিসে ১৬৭৪টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ICT যন্ত্রপাতি স্থাপন সরবরাহ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার সিস্টেম স্থাপন করার জন্য ICT Software Development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপনের নিমিত্তে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৬টি বিভাগীয় শহর যথা- বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী'তে Food Testing Laboratory স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৬%। ল্যাবরেটরিসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সেইসাথে প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%।

১১. **'সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ'** শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মোট ৩৫৫.৫২৯৭ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৮৭,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ১৬৬টি খাদ্য গুদাম/সাইলো (৫০০ মে.টনের ১৫২টি ও ১০০০ মে.টনের ১১টি খাদ্য গুদাম, ৫০ হাজার মে.টনের ০২টি ও ১ লক্ষ মে.টনের ০১টি সাইলো), ৮৬টি আবাসিক ভবন, ৫৬টি অনাবাসিক ভবন, ৩২,৫৭৫ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৫০,১৬৪ ব.মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, ১১টি আবাসিক ভবন, ১৫টি অনাবাসিক ভবন এবং ২১১টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ সিএসডিতে নবনির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট অফিস বিল্ডিং (৮১০০ বর্গফুট) নির্মিত হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭২%।

১২. **'খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে মোট ৭৬.২৯৭২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর,

২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ০১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ০২ জন আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করাসহ ০১টি মাইক্রোবাস (ভাড়ায়) সংগ্রহ ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ০৪টি প্যাকেজের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ০১টি কার্নেল ফ্যাক্টরি ভবন, ৪০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ০১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম) ও ০৩ তলা বিশিষ্ট ০১টি অফিস কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ এবং ০১টি ১,০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্তে ই-জিপি'তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০%।

১৩. **"দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ"** শীর্ষক প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণ ক্ষমতার কম/বেশী ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৮.৪৭৯০ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো তৈরি ও বিতরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ২৩টি জেলার (৫৫টি উপজেলা) মধ্যে হতে ২১টি জেলার উপকারভোগীদের তালিকা মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি জেলার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১৪. ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত **"বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৮৮.০৫৯৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ০১/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৫. **"দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)"** শীর্ষক প্রকল্পটি কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে প্রতিটি ৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৪০০.২১৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ০৮/০৬/২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৬. ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা (USAID, DFID) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **এডিপি বহির্ভূত "Food and Nutrition Security Program for Bangladesh 2015"** শীর্ষক প্রকল্পের **Component-1** আওতায় জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির ২০২০ প্রণয়নপূর্বক Draft Plan of Action (PoA) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা সম্পর্কিত ৭টি গবেষণা কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে, **Component-2** এর আওতায় সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় *stunting (খর্বতা) reduce* এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং **Component-3** এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা, দেশের উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, জামালপুর ও শেরপুর) এবং উপকূলীয় বাগেরহাট জেলার স্থানীয় পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির মান উন্নয়নে নারী, শিশু-কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, উঠান বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে সক্ষমতা/সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, পুষ্টিকর

শাক-সব্জি, ফলমূল এবং মৎস্য উৎপাদনের জন্য সীমিত পর্যায়ে ইনপুট (Seeds, Chicks, Fingerlings) সরাসরি উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১৭. নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৯ম গেডের ১০২জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নিয়োগ চূড়ান্ত করে তাদের ৬৪টি জেলা ও ৮টি মেট্রোপলিটন শহরে পদায়ন করে নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১৮. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইতোপূর্বে প্রণীত ১০টি বিধি/প্রবিধানমালার সাথে আরো ০২টি প্রবিধানমালা যথা- ক. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা-২০২০ ও খ. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯. করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ৪র্থ বারের মত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১' উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অনলাইন কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ছবি: **'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১'**এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

২০. জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ৬০ টি উপজেলায় ০১ টি করে মোট ৬০ টি ক্যারাভান রোড শো, উপজেলা/ জেলা/ বিভাগীয় পর্যায়ে ৩৮৮টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপদতার স্বার্থে ৪ টি গণবিজ্ঞপ্তি কয়েক ধাপে ৫৯টি দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বিটিআরসি এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২টি বাল্ক এসএমএস প্রচার করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার নিমিত্তে অংশীজনদের সাথে ০৮টি সভা এবং বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠক করা হয়েছে। ০২ সেট পি এস এ ট্রিলজি, ০১টি নাটিকা এবং ০২টি নতুন টিভিসি (ট্রান্সফ্যাট ও লেবেলিং) নির্মাণ সম্পন্ন

হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক স্ক্রল বার্তাসহ নবনির্মিত ০২ টি টিভিসি ও পূর্ববর্তী বছরের টিভিসি গুলোর সমন্বয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রায় ৯০০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে।

২১. খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ১৮,৬০৮টি এবং প্রধান কার্যালয় হতে ১৬৮টি খাদ্য স্থাপনা (হোটেল/ রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি বেকারি) পরিদর্শন করা হয়েছে। মানভেদে ৬১টি হোটেল/ রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং (A^+, A, A^-, B এবং C) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে।

২২. করোনা মহামারীর মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইতোমধ্যে ৪০টি খাদ্যশিল্পে Safe Food Plan বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা শহরের ০৩টি মেগাশপের ০৫টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটর এবং অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ০৬টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

২৩. বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসংগতিজনিত কারণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৫৭টি মামলা দায়ের করে ২,১২,০০,০০০/-(দুই কোটি বার লাখ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১,৩৬৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার করে ২,৭১৩টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ২,৯৮,৪২,৫৭০/-(দুই কোটি আটানব্বই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) টাকা অর্থদন্ড এবং ১৩১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

২৪. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ প্রণয়নপূর্বক প্ল্যান অব অ্যাকশন (Plan of Action) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। হালনাগাদ করে **"জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা, ২০২০"** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২য় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২১ প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। Food System Summit- ২০২১ এর প্রস্তুতি উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে ৬ টি সাব-ন্যাশনাল ডায়লগ এবং ২টি ন্যাশনাল ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৫. দেশের ভালনারেবল কমিউনিটির পুষ্টিমান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন বিষয়ে ১৬টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

সমাপ্ত

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
মেনে চলি, সুস্থ থাকি

ব্যাকটেরিয়া প্রতিহত করি

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য